# শব্দরূপ

কবিতা সংকলন
বৈশাখ ১৪২০



সম্পাদক : জিনাত জাহান খান



# শব্দরূপ

কবিতা সংকলন

বৈশাখ- ১৪২০

**উৎসর্গ:**

মানুষ জেগে ঘুমায়, বৃক্ষ ঘুমায় না।
কালের সাক্ষী সেই সব বৃক্ষকে...

**প্রকাশকাল**
১লা বৈশাখ, ১৪২০
১৪ এপ্রিল, ২০১৩

**সম্পাদক**
জিনাত জাহান খান

**প্রচ্ছদ**
বিধান সাহা

**অলংকরণ ও পিডিএফ নির্মাণ**
আজম মাহমুদ

**সার্বিক যোগাযোগ**
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

**বাংলার ই-বই**
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

**সম্পাদকীয়:**

‘যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি, আজ চোখে দেখে তারা।’ যারা চক্ষুষ্মান তারা? তারা কি তবে স্বেচ্ছান্ধ? দীর্ঘদিনের এই যে পালিত আঁধার আজ তীব্র হয়ে চেপে বসেছে ঘাড়ে, তার ভারে দেখি ন্যুজ হয়ে যাচ্ছে চেনা প্রতিবেশ। আমাদের স্বপ্ন আর চেতনার বিপরীতে সতত ক্রিয়াশীল যে শক্তি তার বিপক্ষে আমাদের এই প্রয়াস একটি শুদ্ধতম চিৎকার বলেই মনে করি। আমাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির পক্ষে যারা, যারা আমাদের ঐতিহ্যকে হৃদয়ে লালন করেন, যারা আলোর পথযাত্রী, এখনই সময়, তাদের আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা রাখার। যেহেতু অন্ধকার দুয়ারে ঘুর ঘুর করছে।

এ সংকলনের সে-অর্থে বিশেষ কোন সাহিত্যিক উদ্দেশ্য নেই। এর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য রাতারাতি বাঁক-বদল করে ফেলবে, এমনটাও দাবী নেই। তবে এমন সংকটময় সময়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্তরিকভাবে চাইলে যে কেউ-ই নিজেদের চেতনার পতাকা তুলে ধরতে পারে, ‘শব্দরূপ’ তেমন একটি নজির হয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস করি।

যুগে যুগে তরুণেরাই বদলে দিয়েছে মহাকালের মানচিত্র। তরুণদের হাত ধরেই বদলে গেছে দেশ-কাল-পৃথিবী। এ সংকলনে তেমনই এক ঝাঁক তারুণ্যের ঝাঁঝালো উপস্থিতি আছে। একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে তাদের ভেতরের নিত্যকার বৈপ্লবিক স্বত্তাটা ঠিক টের পাওয়া যায়। এমন অসংখ্য তারুণ্যের এই বৈপ্লবিক ইচ্ছাটাই হয়তো নতুন বছরে আমাদের ভবিতব্য নির্ধারণে নির্নায়কের ভূমিকা রাখবে। আমরা তেমন স্বপ্ন দেখি।

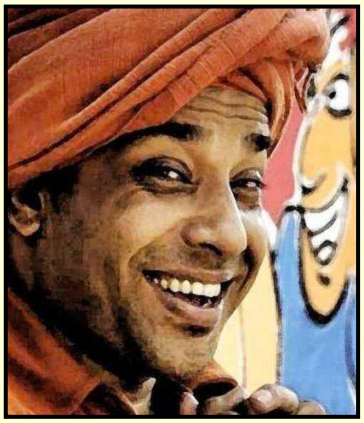
যারা লেখা দিয়ে সহযোগীতা করেছেন, যারা দিতে চেয়ে দিতে পারেননি, যারা ‘নতুন’ বলে অবজ্ঞা করেছেন- তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আর সব কিছুর মতো আমাদের এ সংকলনও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। এই সীমাবদ্ধতার সকল দায় সম্পাদকের। তবে বিশ্বাস করি, হয়তো এটাই আগামীতে উত্তরণের প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

সকল অন্ধকার কাটিয়ে নতুন বছর সকলের জীবনে আনন্দবার্তা বয়ে আনুক, সকলের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এটাই প্রত্যাশা।

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ- ১৪২০।

সূচি


| | | | |
|---|---|---|---|
| টোকন ঠাকুর | ৭ | আব্দুল্লাহ জামিল | ৭৯ |
| মজনু শাহ্ | ১৩ | মর্তুজা হাসান সৈকত | ৮২ |
| মুজিব মেহদী | ১৬ | অঞ্জন খান | ৮৭ |
| সরদার ফারুক | ২০ | চৌধুরী ফাহাদ | ৯০ |
| তুহিন দাস | ২৪ | সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী | ৯৩ |
| সজল সমুদ্র | ২৮ | তামিম মাহমুদ | ৯৭ |
| ফয়সল অভি | ৩১ | জয়ন্ত জিল্লু | ৯৯ |
| আল ইমরান সিদ্দিকী | ৩৪ | অনন্যা ব্যানার্জী | ১০২ |
| হিজল জোবায়ের | ৩৭ | রুমান শরীফ | ১০৫ |
| বিধান সাহা | ৪১ | সৈয়দ আবু মকসুদ | ১০৯ |
| সৌমিত্র চক্রবর্তী | ৪৪ | সাকিয়া রিপা | ১১৩ |
| ফয়সল আদনান | ৪৯ | রূপময় ভট্টাচার্য | ১১৬ |
| রুদ্র হক | ৫২ | রহমান মাসফিক | ১১৮ |
| গ্যাব্রিয়েল সুমন | ৫৬ | সাইফুল ইসলাম খান | ১২১ |
| মনিরুজ্জামান খান | ৫৯ | ইমেল নইম | ১২৫ |
| ডাল্টন সৌভাত হীরা | ৬২ | ঝুমা দাস | ১২৮ |
| জাহান আলী | ৬৬ | সাঈদা ফেরদৌসী মিমি | ১৩১ |
| আমিনুল ইসলাম | ৬৯ | আজম মাহমুদ | ১৩৫ |
| অসীম কুমার সরকার | ৭১ | জিনাত জাহান খান | ১৩৭ |
| সৈয়দ সাইফুর রহমান সাকিব | ৭৪ | | |



**টোকন ঠাকুর:** কবি ও চলচ্চিত্রকার টোকন ঠাকুর। নব্বই দশকের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা ১৫টির ও বেশী। নির্মিত চলচ্চিত্র 'ব্ল্যাক আউট' । 'তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না' কাব্য গ্রন্থের জন্য ২০১০ সালে তিনি 'কালি ও কলম এইচ এস বি সি' পুরস্কার লাভ করেন ।

## টোকন ঠাকুর এর কবিতা

### ঋতু- সংহিতা

ঋতু এসে ঋতু চলে যায়। ঋতু এসে তাকিয়ে থাকে আমার চোখের দিকে। আমি ঋতুর দিকে তাকিয়ে টের পাই, ঋতু বলছে- আমি কিন্তু ফিরব না আর। তাই ঋতু আর কখনোই ফেরে না। ঋতু চলে যাওয়ার পর, মনে পড়ে, সংগোপনে কী যেন কী একটা সে বলে গেছে ভোরবেলা, দুপুরে বা সন্ধ্যায়। ফিল করি, কী যেন কী একটা সে ফেলে গেছে প্রতিবেশে। কী যেন কী নিয়েও গেছে ঋতু। এই দিয়ে যাওয়া আর নিয়ে যাওয়ার কথা আমি কাকে বলব? কে শুনবে ঋতুর মহিমা? কার এত ঠ্যাকা? কবিতাকে বলি। কবিতা গ্রহণ করে নেয় ধরিত্রীর যা কিছু দ্বিধা, সংকোচ, সংশয়, সংগোপন, ঘৃণা-

ভালোবাসা কিংবা আর্তিময় উচ্ছ্বাস- বিহ্বলতা। তাই কবিতাকে বলি। বলি, ও কবিতা শোন, ঋতু এসেছিল। ঋতু চলে গেছে। ঋতু কি আবার আসবে? ঋতু- সংহিতার কবিতাগুলো লেখা হয়ে যায়।

দৃশ্যান্তরের ভেতর দিয়ে লিপিবদ্ধ করি মনোজগতের তিন তিল ধুন। ধ্বনি জাগে। শব্দ হয়। শব্দ গড়িয়ে যায়। 'শব্দে শব্দে বিবাহ হয়।' বাক্য দাঁড়িয়ে পড়ে। এবার বাক্যও হাঁটতে থাকে, শাদা, শূন্য পৃষ্ঠায়। একটি বাক্য কিছু দূর হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার তার ফিরে আসার ঝোঁক, সেই ঝোঁক আবার ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতে থাকে। বাক্য যেন কোথায় যেতে চায়। বাক্য কি চলে যাওয়া ঋতুর দিকে হেঁটে যেতে চায়? তাহলে বাক্য কি চলে যাবে? হারিয়ে যাবে? বাক্যের চলাফেরা খেয়াল করি। বাক্যের গতিবিধি লক্ষ্য করি। বাক্যের দাঁড়ানো, থমকে দাঁড়ানো, বাক্যের দ্রুত গমন লক্ষ্য করি। বাক্য যায়, বাক্য আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। বাক্য, তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস বোন? নদীপাড়ে, সমুদ্রের ধারে, নির্জন জঙ্গলে? আমাকে নিয়ে যাবি লোকালয়ের চাপা চাপা শব্দময় ঘরবাড়ির দিকে? কী অন্যায় করেছি আমি? কী দোষ আমার? কী ক্ষতি করেছি তোর? ভোর নেমে আসে। ভোর আস্তে আস্তে রোদে মিলিয়ে যায়।

রোদ আস্তে আস্তে টান টান হয়ে দাঁড়ায়। রোদের সঙ্গে আমিও দাঁড়াই। রোদ দুপুর হয়ে দাঁড়ায়। আমিও দুপুর হয়ে দাঁড়াই। এখন, আমাকে দেখলে, কে বলবে, আমিও একজন দুপুর? আমিও একটি দুপুর! আমারই পায়ের নিচে ছায়া পড়ে আছে! আমি দুপুরের সমগ্র ইশতেহার লিখতে পারি। আমি জানি, দুপুর আসলে কী? এ দুপুর কোথায় যাবে? এ দুপুর কোন দিকে হেলে পড়বে? এ দুপুর আমাকে বলে, 'লিখে দে আত্মজীবনী। তুই লিখলেই রোদ হয়ে যাবে।' আমি রোদ লিখতেই, দুপুর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ঠায়। আমি রোদ লিখতেই ঘামতে ঘামতে ভেজা, আমি রোদের ভাই। আরও অনেক কথা আছে। কথাগুলো কবিতা। আর যে সব কথা বলা হয় না, লেখা হয় না, ওগুলোও তো কবিতা। তাহলে কবিতার কথা আমি লিখব কী করে? কবিতা, তুই আমার কাছে কী চাস, খুলে বল। যদ্দুর পারি, আমি তোর কথাই লিখতে লিখতে, লিখতে লিখতে, না লিখতে লিখতে, বলতে বলতে, না বলতে বলতে, চলতে চলতে, না চলতে চলতে, হারাতে হারাতে, পালাতে পালাতে শেষ পর্যন্ত কিছু একটা দাঁড়িয়েই যাবে। তুই দাঁড়ালে, আমি দাঁড়াব। তুই ঘুমালে, আমি ঘুমাব। তুই কাঁদলে, আমি কাঁদব। তুই হাসলে, আমি হাসব।

কবিতা, তুই বাঁচলে, আমি বাঁচব। তুই মরলে, আমি মরব। আমি তোকে ভালোবাসি। আমি তোকে আদর করি, কবিতা। আয়, আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে, নিজেও ঘুমিয়ে পড়ি তোর পাশে। তোকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে... ঢোকে চোখের মধ্যে মেখে নিয়ে।

ও কবিতা, একবার চোখ তুলে তাকা...

## ডানাওলা কবিতা

জানা নেই, ডানা থাকলে আমি কী করতাম?

বেরিয়ে পড়বার প্রস্তুতি চাপিয়ে ঢাকা শহরে নেমে আসত ভোর, প্ররোচক হাওয়া এসে ডাকনাম ধরে ডাকত: যা তুই... খুঁটে খুঁটে নিয়ে আয় খড়কুটো- ভালোবাসা। হঠাৎ ফিসফিসিয়ে হাওয়া হয়তো কানে কানে সেই প্রাচীন নিয়মাবলিই বলে দিত— একাকিত্বের অসুখ ভেঙে ভালো হয়ে যা। যা তুই বাবুই বংশের ছোট ছেলে হয়ে যা। ওড়াউড়ি বাদ দিয়ে বাসা বুনে বসে থাক, যা। উড়ে আসবে অন্য কেউ, বন্য ঢেউ, যা তুই অন্তরবনের অপেক্ষা হয়ে যা...

ডানা থাকলে সীমানা ভাঙার উৎসাহব্যঞ্জনা থাকত বেশি। একদিন, আমি হয়তো আর বাবুই থাকতাম না। হয়তো শালিক থাকতাম। এই বর্ষায় ভিজে ভিজে বৃষ্টির জলকণা দিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কবিতা লিখতাম... যদিও, শালিক কোনো কবিতাই লেখে না, কিন্তু শালিক কবিতা হয়ে তুমুল ভিজতে থাকে তরুণ কবির খাতার ভেতর, মাথার ভেতর, সে কবিতা ছাপা হতে পারে লিটল লিটল মেঘে, সেই মেঘই অনুবাদপূর্বক পড়তে পড়তে মুগ্ধ কোনো কুরঙ্গবালিকার চোখে এক ফ্রেম চিকচিক করে ওঠা দুপুরবেলার নদী একটা গল্প হয়ে উঠত...

কিন্তু ডানা থাকলে হয়তো আমি একদিন আর শালিকও থাকতাম না। আত্মপ্রকাশের তরঙ্গে অনেক আথালি- পাথালি আর দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ সম্পর্কের অনেক টানা- হ্যাঁচড়ার একটা সফল পরিণতি হতে পারত। এই মনস্তাত্ত্বিক মেটাফর প্রযোজিত ভাবনাচিত্রে শেষ পর্যন্ত আমি ঈগল হয়ে উঠতাম কি না! চরিত্রে দস্যুবৃত্তির অভিযোগ নিতাম কিনা! বুনোঘ্রাণে আমি গোত্রচ্যুত, সব সময়। নিঃসঙ্গতার আততায়ী উপস্থিতি নিয়েও তুলনামূলক দূরত্বসঞ্চারী ঈগলের চোখে এত বিষাদ কেন থাকবে— এর উত্তর লেখা থাকবে না, কোনো কবিতায়, পক্ষীগবেষণায়। মোটামুটি সব্বাই জানে, ঈগলের কোনো অভিমান থাকতে পারে না, ঈগলকে এড়িয়ে গেলেই অন্যান্যের ভালো থাকা হয়। কর্ণেল ঈগলকে কেউ চিঠি লেখে না, ই- মেইল করে না, ফোন করে না, ‘কেমন আছ’ বলে না। ঈগল শুধু ঈগল হয়েই ওড়ে, দূরে, ডানা থাকলে আমিও যেতাম উড়ে আরও কত নামহীন পাখি আছে, ডানা থাকলে আমার হয়তো কোনো নামই থাকত না, অপেক্ষা- বিষাদ দূরত্ব থাকত না...

## উত্তরের হাওয়া

কার কথা কীভাবে বলব আমি?

বন থেকে প্রকাশিত দৈনিক ঝরাপাতা- কারা তাতে লেখে আর কারাই বা পাঠক-পাঠিকা? কার কাছে বলা যায়- উত্তরের হাওয়া আসে গুপ্তচর হয়ে? সন্ধে থেকেই ওঁৎ পেতে বসে আছে আততায়ী ঘ্রাণ, চন্দ্রমল্লিকার! মনে হয়, ভাবনা সম্প্রচার কেন্দ্রের আজ রজতজয়ন্তী, তুমুল ভাবনা কর্মসূচি... ভাবনাকে দেখতে আসে বুদ্বুদ- দোস্তে দোস্তে জুয়া খেলে কয়েক সেকেন্ড; এরই মধ্যে ঝাঁপ দেয় গনগনে কবিতা খসড়া, এর মধ্যেই উঁকি দিয়ে যায় এক স্বর্ণমৃগয়া, নড়ে ওঠে ঝোপঝাড়, যেহেতু সতর্ক... পদবুলি বাইপাস করে ছুটতে থাকি ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে বনবনানির নির্জনতায় যেখানে এলাম- ওহ্ কি দুরবস্থা, নিজেই রচনা করেছি সুনিপুণ আত্মঘাতী ব্যাকরণ- আমি এই জঙ্গলের গাছে গাছে ফেরার কোনো চিহ্ন এঁকে রেখে আসিনি, কীভাবে ফিরব? আমি কি আজ অরণ্যমন্ত্রী? না, আমি এই বনবাস উদ্যাপন করছি না। হাওয়া- বাতাসের অর্কেস্ট্রায় এই মর্মর কম্পোজিশন আমার ভালো লাগছে না। আমি জানি, এক দিগ্বালিকা বড় হচ্ছে ঘরের মধ্যে, রাতে; বাইরে বসন্তপূর্ণিমা, বাইরে অঙ্গার বৈরাগীর গান- পাতা- টাতা নাই বনে, ভালোবাসি তোমারে, হরিণেরা কি জানে, ভালোবাসি তোমারে...? ঘরের মধ্যে বড় হচ্ছে বালিকা, বালিকারা বড় হচ্ছে কার জন্যে- এই প্রশ্ন কোনো প্রশ্নই হয়ে উঠতো না, যদি, আমাদের কবিতার চেয়ে করে আসা লোকচার, ধর্মাচার, তদীয় গ্রন্থাচার বড় না হতো! আমি জানি এক দিগ্বালিকা বড় হচ্ছে ঘোরের মধ্যে, ঘরের মধ্যে, জনপদে। সে বালিকা জানে তার ভালোবাসা সেই ডালিম, ধীরে ধীরে বড় হয়, লুব্ধক প্রেমীকের হাতে পড়লেই পাকা ডালিমটা ফেটে যায়, পাকা ডালিম ফাটা ডালিম ভেতরটা দেখিয়ে দেয়... আমি সেই ফলের রসময়ী দানাগুচ্ছ থেকে বহুদূরে এক স্বর্ণমৃগয়ার খপ্পরে পড়ে এই বনভূমির মধ্যে... আজ আর এই গ্রিন অভিবাস পছন্দ করছি না।

যদিও কোকিল ডাকছে, এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে, স্বাভাবিকতার পতন ঘটছে। এ সময় কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে, এ সময় উত্তরের হাওয়া আসে গুপ্তচর হয়ে, দক্ষিণের বারান্দায় ওঁৎ পেতে বসে থাকে আততায়ী ঘ্রাণ, চন্দ্রমল্লিকার... মনে হয়, শিহরণ শব্দের অর্থ বুঝতেই দিগ্বালিকা আজ আর

স্কুলে যাবে না, কিন্তু স্কুলে যাবার নাম করে সে ঠিকই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে...

শিহরণ, তোর কথা কীভাবে লিখব আমি?



**মজনু শাহ:** বস্তুত আমি না ভেবে যৎসামান্য লিখি। তাই এগুলো, না- লেখা। বা, লেখা না এগুলো। না- কবিতা। কবিতা না। দেখেছি যে, যিনি প্রচুর ভাবেন, মানে বিরাট ভাবুক ইতিমধ্যে, তো সেই ভাবুক লেখেন তো না, কেবল ভাবেন! ভেবে ভেবে সারা। হাসতে হাসতে একে ওকে বাতিল করে সারা। মুখে কথার খৈ ও ফেনা।
কে লিখতে চাইবে আর কবিতা? মৃত্যু এক সম্রাজ্ঞীর মতো বসে আছে একবাক্স চকলেট হাতে।

## মজনু শাহ এর কবিতা

### জাঁক লাঁকা

এমন দেবতার সঙ্গে দেখা হলো, আধ- শোয়া হয়ে দিনরাত শুধু পড়ে, আর চিড়া- দই খেতে খেতে লাঁকার কথা বলে। সেসব শুনে মনে হয়, লাঁকাতেই বুঝি সর্বপরিত্রাণ। ক্রুদ্ধ মেঘগুলো তখন দ্বিতীয় একটা আকাশের কথা ভাবে, আর ভেসে যায়। পৃথিবীর বাইরে, পৃথিবীর দরজা খোলার সাত- আটশ চাবি পড়ে আছে, এগুলো লাঁকার, এমন কি সব গর্ভবতী বেড়াল, ক্লান্ত উট ও গাঢ় জ্যোৎস্নার মালিকানাও জাঁক লাঁকার।

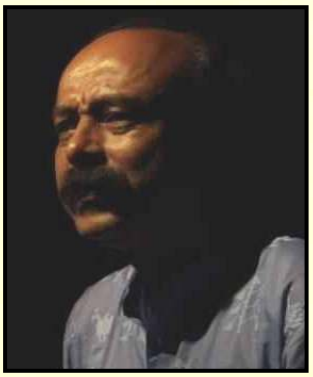
## শষ্পতট

মনে পড়ে শষ্পতট, আর তার 'পরে শুয়ে থাকা
সেই পুণ্যগাভীটিকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়।
ঘাসবীজ তার একবিন্দু বেদনার কথা বলে
যখন রাত্রির কানে, সুসমাচারের পৃষ্ঠা ওড়ে,
তাকে ঘিরে নাচে লাল পুতুলেরা আর উটপাখি!
মনে পড়ে বায়স্কোপ, আর সেই মুগ্ধ হরবোলা,
আয়নার মধ্য থেকে যিনি প্রশ্নোত্তর পাঠাতেন;
চারুবাক তিনি? না- কি, তুরীয় দ্বন্দ্বের পাখি? বলো,
এমন বিজন তারা কিভাবে ফুটেছে আর সেই
সন্তের মাথায় বয় কোন্ বেড়ালের চিন্তাস্রোত!
যত দূর যাও, ভালুকের দেশ থেকে চিঠি আসে,
মৃতদের চিঠি। জাগে ব্যবধান, তারাদলপতি
জেগে থেকে লিখে যায় সব, আমরা মুদ্রিত হই
রাতের শরীরে আর বাতাসের ভুতুড়ে পৃষ্ঠায়...

## ঘড়ি

অনন্ত সময়ের মধ্যে একটি ঘড়ির ভূমিকা কী- - - এটা ভাবলে আমার কিঞ্চিৎ মাথাব্যথা হয় বিকেলের দিকে। উপশমের জন্যে, তখন আমি গাঁদাফুলে সাজানো নৌকায় গিয়ে বসি। এর মাঝি, প্রায়ই সহাস্যে আমায় পাতাল প্রবেশের প্রস্তাব দেয়। কিছুতেই আমি রাজি হই না, কেননা পাতালে গিয়ে যদি দেখা যায়, সংখ্যায় পাতালও অনন্ত, তখন?

এর চেয়ে সদা ভাসমান ঐ সমুদ্রগণিকার বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক। সময়, পাতাল ও দেহের তিনিই তো পরম শিক্ষক।



**মুজিব মেহদী:** একজন সক্রিয় সাহিত্য ও ছোটকাগজ কর্মী এবং ই-অ্যাক্টিভিস্ট। নব্বইয়ের দশকের কবি হিসেবে পাঠকমহলে বিশেষ পরিচিতি আছে। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ১২টি (কবিতা ৪টি, উভলিঙ্গ রচনা ৩টি, দর্শন ১টি ও অনুসন্ধান ৪টি)। ২০১১ সালে পেয়েছেন লোক সাহিত্য পুরস্কার। পেশাগত কাজের অংশ হিসেবে সম্পাদনা করেন জেন্ডার বিষয়ক ষাণ্মাসিক বাংলা জার্নাল 'নারী ও প্রগতি'।

## মুজিব মেহদী এর কবিতা

### শৃঙ্গার

পূজায় পূজায় আমি সাজিয়ে তুলেছি প্রিয় শরীর-মন্দির, গোপন আস্কারা ছিল অশরীরী হেমন্ত বাতাস

আমি চাই দেবতা উঠুক জেগে শীৎকার করে, গভীর একটা মোলাকাত হোক, অতঃপর নাচগান, যথেচ্ছ, নিবিড়

পেয়েছি পুরাণগ্রন্থে তার পবিত্র জীবনী, এতটা বয়সজুড়ে মুখস্থ করেছি ওই চরিতাভিধান, আজ তার নামধাম লিখে যাব চুম্বনে মন্দির গাত্র খুঁড়ে খুঁড়ে ধ্যান হলো সুদীর্ঘ প্রহর, এইবার, কথা বলো কামের দেবতা

## অ্যাশট্রে

তোমার অ্যাশট্রে ভরে ছাই ফেলে অসভ্য আঙুল, এই ছবি দেখি আমি জ্বলন্ত চুরুট হাতে দূর থেকে

আমার বাসনাগাছে বহুকাল জল ঢালা নেই, হলদে নেতিয়ে পড়া পাতাগুলো এবারের শীত শেষে ঝরে যাবে, তার ঠিক আগে টুটে সুষুপ্ত ঈর্ষার ঘুম, আড়মোড়া ভেঙে ভাবে অতীতকাহিনি

তোমার নদীর জলে নাও বায় মীনজ্ঞানহারা এক বোকা মাঝি, কাশের আড়াল থেকে দেখি এই ঝিলিমিলি আনাড়িপনাকে

**শীতসমগ্র**

বুনো শীত রান্না করি ধনেপাতা দিয়ে, ঝরাপাতা প্রধান জ্বালানি

অতিথি পাখিরা মিলে হইচই করে খায় ঝিলে ও জঙ্গলে

২.
পৃথিবীর কোনো জামাজুতো নেই, একজোড়া চটি ছিল পতেঙ্গা বেড়াতে গিয়ে খুইয়ে এসেছে

এই শীতে তার পায়ে মৃত্যুনুপূর

৩.
ঝগড়ার চেয়ে শীত তাড়াতে প্রশস্ত লেপ
সাথে যদি থাকে ভালোবাসা

৪.
শীত এখন ঘুমাচ্ছে জড়িয়ে কম্বল
বিশুষ্ক আর্দ্রতা তাকে দেখে রাখে

৫.
শীতের জ্যাকেটে লুকিয়ে থাকে গ্রীষ্মের মমি, উলে বোনা

৬.
শীত শিকার করছি আজ দোনলা বন্দুকে, স্বরে ও ব্যঞ্জনে
আমাকে সাহায্য করে বাংলা ভাষার চিরকুমারতা

৭.
ঝরাপাতা আর কুয়াশাবিড়াল নিয়ে আমাদের দল
আমরা সকলে মিলে খাড়া রাখি আমাদের সাহিত্যমণ্ডল

৮.
শীতের ঠ্যাঙানি খেয়ে সুদূর চরের সব কপি ও বেগুন খেত কেঁপে কেঁপে ঢুকে যাচ্ছে কারওয়ান বাজারে

৯.
ভালোবাসো, শীতকে জবাব দিয়ে দেই

১০.
রোদে পিঠ দিয়ে গাছপাকা কমলা চিবোচ্ছে শীতার্ত পাহাড়

এবারও কাছে গিয়ে তারে 'শুভ নববর্ষ' জানানো হলো না



**সরদার ফারুক:** ১৯৮০ সাল থেকেই দেশ- বিদেশের নানা পত্র- পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকীতে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- 'আনন্দ কোথায় তুমি', 'পড়ে আছে সমুদ্র গর্জন', 'উন্মাদ ভূগোল', 'দীপালি অপেরা'। শুদ্ধ কবিতা চর্চার জন্য কবি বিমল গুহের সাথে যৌথভাবে পেয়েছেন আব্বাসউদ্দীন একাডেমীর সম্মাননা ২০১২ সালে। তিনি কোনো নির্দিষ্ট প্রকরণে বা ইজমে কবিতাকে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নন। স্বদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানুষের জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি বিশ্বকবিতার অর্জনগুলোকেও নিজের কবিতায় তুলে আনতে আগ্রহী। তিনি মনে করেন - কবিতা এক ধরণের হয় না, বৈচিত্র্যের মধ্যেই কবিতার মুক্তি। তাঁর জন্ম ১৯৬২ সালের ৯ নভেম্বর, কপোতাক্ষ নদের তীরে খালিশপুরে। পৈত্রিক নিবাস বরিশালের কাশীপুর।

## সরদার ফারুক এর কবিতা

### দাম্পত্য

রাজ্যের বিরক্তি চোখে, বিচিত্র সন্দেহ
যে কোনো সময়
ইতর চিৎকারে শিশুটির
ঘুম ভেঙে যাবে

ভেবে দেখো, কী করে একদিন
নোংরা ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলে
হাত ধরে হেঁটেছিলে সমুদ্রের ধারে!
মশারির বাইরে বেরিয়ে
জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকো
যতো একা হও

**যতো একা হও**

ততো বেশী দুলে ওঠে রূপসী সাম্পান
জালে টান পড়ে
রূপোলী আঁশের ঝলকানি, বল্গাহারা ঢেউ
ডুবুরী- পোশাকে বেশ মানিয়েছে আজ
বেতারযন্ত্রের সাথে যোগাযোগহীন
শুনে কাজ নেই
কম্পমান বিপদসংকেত

## বিভোর দোপাটি

আস্হাগুলো ফিরে আসে, সরল বিশ্বাস
ছুঁয়ে বলে - এই দেখো, আছি
এখনো কোথাও আছে পালিয়ে থাকার
নিভৃত সরাই বুড়ো বটগাছ দীঘির নিরালা
সবখানে তালা নেই, গৃহ আর শ্মশানের
মাঝখানে আলোড়ন বিকিরণ নিয়ে
ফুটে আছে বিভোর দোপাটি



**তুহিন দাস:** কবিতা ও কাব্যগল্প লেখেন, লিটলম্যাগ কর্মী হিসেবে পেরিয়ে এসেছেন পুরো একটি দশক। জন্ম ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের বরিশাল শহরে, আরণ্যক' সম্পাদনার জন্যে পেয়েছেন 'চিহ্ন সম্মাননা- ২০১১'। কাব্যগ্রন্থ: বনসাই প্রকল্পের মানুষ, অসুখময় দিনরাত্রি, বিষাদনীলঘোড়া, কাজল বিক্রেতার স্বপ্ন। ইমেল: andharmanik.bd@gmail.com
মুঠোফোন : ০১৭১৯২৭৩৩৬০

## তুহিন দাস এর কবিতা

### সময় ও প্রতিবিম্বের ছবি

বিষাদের
দিনে নদীর দিকে ঘুরতে যাই আমরা,
আমরা অল্প কথার মানুষ অল্প বোঝা লোক
বাড়িবদলের মতো পুরনো এক
বেদনা নিয়ে আবার ফিরে আসি নীরব ঘরের
কাছে, ডায়েরীতে লিখে রাখি বিকেল
বারান্দার কথা যেখানে স্মৃতিদের
খুঁজতে আসে বৃষ্টি ওই তো বৃষ্টির

বলরুমে বিদ্যুত নেচে যাচ্ছে তুমি কি অমন
একটি নিচু জানালা চেয়েছিলে?
এখানে প্রাতঃকাল বলে আসলে কিছু ছিলো না,
ডাকবাক্সের ভেতর পুরো এক ঋতুকাল বয়ে যায়,
আয়নার পাশে নিঃশ্চুপ হাতঘড়ি, সমস্ত
বেলা এলোমেলো করে সময় ও প্রতিবিম্বের ছবি

## শান্ত ছবি মনে পড়ে

এ রাস্তায় ও রাস্তায় দৌড়াই আর
মনে পড়ে চুপচাপ তোমার দাঁড়িয়ে থাকার
ছবি- -  শান্ত হয়ে আসছে দিনগুলো, বিকেলগুলো; এসব
নিয়ে কথা হচ্ছে না বন্ধুদের ওরা কেউ কেউ
সন্ধ্যার পরে শুধু খুলে দ্যাখে ভ্রমণের বই,
এভাবে আমাদের হলুদ দিন
থমকে পড়েছে উজ্জ্বল হয়ে চারপাশে মুখে রক্ত
নিয়ে ঘোরে আহত কিছু বেড়ালের ছায়া, ওই
তো কোথাও
চলে যাচ্ছে বিষণ্নতা দিয়ে ঠাসা ট্রয়ট্রেন, এ বছর নাটকের দল আর ফিরে
আসবে না, কিছুই
বলি না আজ, তোমার সেই শান্ত
ছবি মনে পড়ে আর দেখি গলির মোড়ে পাড়ার
ছেলেদের খেলা, ওরা অবলীলায় ভাঙে পড়শির
জানালার কাঁচ, ওদের জন্যে আমি এবার
একটা চিরকুট লিখে পাঠাচ্ছি : এটুকুতেই
মনখারাপ করো না, খুশি থেকো

## দূরের পাড়া কাছের বাড়ি- ৩

অফিস থেকে ফেরার সময়
একা দাঁড়িয়ে থাকে সন্ধ্যার সিঁড়ি, রাস্তায়
ছিটকে পড়া কাগজ কুড়িয়ে লিখে রাখি :
গোধূলি, ও গোধূলি... বারান্দায়
চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ে যে তাকে চেনো?
অনেককাল খুশি থাকো বলে ডাকছে কেউ ওই
তো দূরের পাড়া কাছের বাড়ি সজল চোখ
তোমার মতো আমারও হোক



**সজল সমুদ্র:** জন্ম- ০১সেপ্টেম্বর ১৯৮২, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম। লেখালেখির শুরু গত শতাব্দীর শেষ বৎসর। প্রথম দশকের (কবি!!!!!!!!!!)... প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- 'পত্রে রচিত ভোর' (২০০৫) সম্পাদিত পত্রিকা- চিলেকোঠা, পেশা- শিক্ষকতা। যোগাযোগ- sajalsomudro39@gmail.com

## সজল সমুদ্র এর কবিতা

### নিহিত

ঘননীল গ্রন্থের ভেতর রেখে গেছো আধোভাঁজ পৃষ্ঠার মতই
না- হাঁটা রাস্তাগুলো এখানে সমবেত, না- যাওয়া দিকেরাও...
এমন শব্দহীনতায় ফুটতে থাকা ফুলেদের ঘ্রাণ নেওয়া যায়
এত দূরে দাঁড়ানো বাগান, যেতে যেতে ঝরে যায় ফুল
অসুখ প্লাবিত রাত্রি নেমে এসে ফোটায় তারাদের
তুমি কি তারও দূরে, পরাগ- হারানো কোনো মুখরতা হয়ে
নিহিত স্তব্ধতার মত লুকিয়ে পড়েছো?
গ্রন্থের ভেতর থেকে ডাক যতদূর যায়, ফিরে এসে বলে
কিছু নাই

**সন্তাপ**

এঁকে রাখা আগুন কেবল ধোঁয়ালতা জন্ম দিয়ে রাখে
তাকাবে তো বিস্মরণ তাড়িয়ে বেড়াবে;
যেন মধু খুঁজে মরবে ভ্রমর…
অই সীতা- বিসর্জন, এজিদ আর মেঘনাদ বধে একই গন্ধ
পূর্বাপর আকাশ ছুঁয়েছে,তার উপরে-
নুয়ে আছে বিষুব- কর্কট রেখা, বিজ্ঞানের কল্প- ধোঁয়ালতা
স্থির, বোকা সব বিশ্বাসের আঁচে
মানুষ মোমের ঘোড়া কালে কালে গলে যাচ্ছে এই আস্তাবলে,
তাদের কান্নারা রেললাইন, ছড়ানো পাথর আর
কখনো স্লিপার-
যেন ট্রেন চলে গেলে বিলাপের কেউ নেই তার...

## হ্যানিমুন

দূরত্ব আড়াল করে কত- না নিকটে থাকি, লোকে দেখে-
আঙুলে আঙুল আছে, কোমরে ঝুলছে হাত একে অপরের...
ময়ূর চতুর বটে, সমস্তই বুঝে শেষে একবারও
পেখম তোলে নি;
এ তবে চুলের কাজ, আগেভাগে গন্ধ ছড়িয়েছে...
ময়ূর দেখতে এসে কেন তুমি খোঁপা খুলেছিলে?



**ফয়সল অভি:** মায়ের গর্ভের একটুকরো মাটি নিয়ে জন্ম । বই প্রকাশ: ই- বুক আকারে 'ফয়সল অভির কবিতা ও মুক্তগদ্য'।

## ফয়সল অভি এর কবিতা

### কাক

শহরটা ছিল বিমর্ষ। প্রেম সেই সময়ে আকাশে মেঘের জায়গা দখল নিয়েছিল। তবুও কোন হাতে চোখের ভাষা রাখা ছিল না। আঙ্গুল ভর্তি বিধাতার চুম্বন ওরা পড়ে নিয়েছিল । তাই কখনও ছুঁয়ে দেখার সৌন্দর্যে মৃত্যু বরণ করেনি কেউ। ভাল ছিল রাস্তা, ঘাসের বুক জড়িয়ে রেখেছিল মাটি। ছাকাছি বুঝবার নিশ্বাস ঘুরে বেড়াচ্ছিল জলকে নিয়ে। কি নিটল সচ্ছকেও দাঁড় করিয়ে রাখবার মুগ্ধতার আলোর একমাত্র পিতা অন্ধকার । যার কোন গর্ভ ছিল না, সে হারিয়ে এসেছিল পৃথিবীতে । সে মানুষটার গহীনে নিঃসঙ্গ হওয়ার ছায়া ছিল অসামাজিক মন্টু। যে শহরের সমস্ত গোলাপ খেয়ে বিভ্রান্ত করেছিল বেদনাকে। আনন্দের বন্ধুত্বে এই সম্পর্কের জন্ম হল । যার দায় নিয়ে মানুষের জন্য পৃথিবীর আজও বেঁচে থাকা। বিশ্বাস করা সেই পৃথিবীতে পার্থক্য বুঝবার সভ্যতার এই ইশারাটুকু কেড়ে নিয়েছিল কাকদের। যারা ইতিহাসে ভ্রুণের বীজ বুনেছিল। সেই নাগরিক কাকদের নীচে মানুষ এড়িয়ে চলে। ভুলে যেতে চায় জন্মের যে পিপাসা নদীর কণ্ঠে হৃদয়ের ডাক দেয়। এসো শুনে যাও, নিজের করে পাওয়ার ভেতর নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়

## সমুদ্র

শহরের গোলাপ খেয়ে ফেলার অপরাধে মন্টুকে যখন হোষ্টেলে পাঠিয়ে দিল । মাগরিবের আজানের পর সবাই হোস্টেল সুপারের নেতৃত্বে পড়তে বসলে । সে সাদা চক নিয়ে পালিয়ে বেড়াত । ক্লাস রুমের দেয়ালে, বাগানে ঢোকার দরজায়, বাথরুমের টিনের দরজায়, ডাইনিং এর টেবিলে আর বেঞ্চে, মাঝে মাঝে ফ্লোরে চিঠি লিখে রাখতো । খুব বেশী বিরক্ত লাগলে প্রধান শিক্ষকের কোয়াটারে পশ্চিমের জানালায় দাঁড়িয়ে পর্দার উড়ে যাওয়ায় মনোযোগী হতো। যতবার হাওয়া আসতো, সঙ্গে করে মুনিয়ার বইমুখি চেহারা তুলে আনতো । দু'কাধে সে বেণী ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে যেন ভাসতে থাকে । এই দৃশ্যের পর গোলাপ খাওয়া মন্টু সাঁতার শেখার জন্য কলাগাছ কেটে জমালো। দা দিয়ে প্রথম কোপ দেওয়ার পর নীল দেখতে অন্ধকারের গভীর অবস্থার ভিজে যাওয়ায় সে গেঞ্জি পড়া ছেড়ে শার্ট পড়া শুরু করলো । হাফহাতা শার্ট বুকের একটা বোতাম খোলা রেখে আর ফুলহাটা শার্ট তিন ভাঁজে হাতা গুটিয়ে বুক দেখিয়ে বেড়ায় । কেউ কুশল জিগালে, বুক খোলা রেখে তাকিয়ে থাকে । এরপরও পৃথিবীকে সামনে টেনে আনলে শুধু হাসে আর হাসে । দুই হাত খুলে হাসে । হাসতে হাসতে মানুষ ভেঙ্গে গুড়ি গুড়ি হলে মুঠো ভরে নিয়ে প্রতিদিন ফজরের আজানের পর আঙ্গুলে মেখে দাঁত সাদা রাখে । গোলাপ খাওয়া মন্টুর শান্তিবাদী দাঁত পিঁপড়ের খাবার খোঁজার মত সারি সারি

**৩০.০৩.১৩**

মৌসুমের সাজসজ্জা বদলের সাথে আমাদের অস্তিত্ব পাড়াময় মৌ মৌ করে । কোন গাছে কিংবা ক্ষেতে ফল আর ফুলের কোথাও কমতি হলে, বাবার বিচারক হওয়ার সুযোগে আমাকে বুঝতে হত মাথা নিচু করে থাকবার সামাজিক ব্যর্থতা । সেই একই ক্ষেত্র থেকে দেয়ালের মত ক্রমে উচু থেকে উচুতে ঘেরা এক উন্মুক্ত কারাগারের মত মা সম্পর্কের তীড় ছুঁড়ে মেরে যুদ্ধ ছিনিয়ে নেয় । তখন ফিলিস্থিতি সেই শিশুর ঘুম একান্ত নিজের নয় বুঝেছি সীমানা এঁকে দেওয়া সময়ে মানুষের প্রয়োজন তুফান হয় । কিন্তু মানুষের বীজ যে আত্মার পাশে জীবনের নৃত্য সমস্ত কিছু দৃশ্যত উৎসব । আনন্দ বেদনা বিষাদ আর খুঁজে পাওয়ার সবগুলো রাস্তা কোথাও কখনও নির্জন নয় । গাছ থেকে যখন ছিঁড়ে নিই এবং নীচে ছুঁড়ে মারি । পাহারার পাশাপাশি সে জমিয়ে রাখে । যেভাবে আয়ু বলতে স্মৃতির জোড়া লাগানো আকাশের ওপাশে এইসব শরীর । যার মাঝখানে একটা চিহ্ন, স্তনের বাঁট কিংবা আঙ্গুল দুটোই ছোঁয়ালে ফিরিয়ে নেয় জন্মের গুহা বাস । কাটিয়েছি নিঃস্ব জলের মরণ অন্ধকারে ফেটে আসা মাটি । ঘুরে বেড়ায়, বাবার পকেট মারে, প্রেম করে আর চুমু খায়, হাত ও পকেট ভর্তি সবুজ জমিয়ে রাখে ওমের সেই দরজায় । এখনও শব্দ নেই সুনশান নিঃসঙ্গতায় কিছু উড়ে যায়, হাঁটে, সাঁতরায়, বসে বসে চোখের জবানে পৃথিবীর ঋণ শোধ হয় না



**আল ইমরান সিদ্দিকী:** জন্ম: ০২ অক্টোবর, ১৯৮৩, জন্মস্হান: নীলফামারী
পেশা: বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী, সম্পাদিত ম্যাগাজিন- নকটার্ন।

## আল ইমরান সিদ্দিকী এর কবিতা

### ছায়া

উধাও, উত্তীর্ণ, অচিহ্নিত সবকিছুর ছায়ার
সাথে গাঢ় হলো বসবাস।
আদৌ, কখনো ছিলো কি সেই ফুল, যার পরাগের
শুন্যে উঠে নাচ করে ফুলের
শরীরে ফিরে যেতে চায়?- বিমর্ষতার দিন
দীর্ঘ হলো। উড়ো আকৃতি'র
ছায়া ঘুরছে পাহাড়ে। মৃত সব পাতার সতেজ
ছায়াগুলো মাটিতে কাঁপছে। যতোদূর
তাকাতে পারি,তাকিয়ে থাকারই জয়। - অন্ধ
টানেলের ওপাশে বিরল প্রান্তর, ধোয়াধূপ,
এপাশে ছায়া, ছায়ায় অর্ধমৃত ফুল...

## ভেসপারের স্মৃতি

হালকা সন্ধ্যায় আমি তার ভারী চোখ
দেখতে পেলাম

বললাম, 'তোমার মুখেও একদিন গোধুলি নামবে,
লাল টিপ ডুবে যাবে'।

তারপর, তাকিয়ে দেখি অ্যাকোয়ারিয়ামের
জলে ভেসে থাকা সাদা বিকিনির
তলে ঘোরাফেরা করছে রঙীন মাছের দল

সে বললো, 'জীবনে এমন সন্ধ্যা খুব
একটা আসেনা, তাইনা?'

## অবচেতনা

জিভ
দিয়ে লালা দিয়ে তারা প্রশংসা করে একে অপরের
আমাকে ছুড়ে ফ্যালা মেয়েমানুষেরা।
প্রত্যাখান আর ঘুমঘোর মিলে এমন প্রতিপক্ষও
তৈরী করে!–
হীনমন্যতার এমন বিস্ফার!

একটি নারীর স্তনবৃন্তে ঘোরে অপর নারীর
উত্তপ্ত জিভ ।
থেকে থেকে জিভে জিভ নাকে নাক
কোমলে কোমল, কাঠিন্য হাওয়া
অর্বাচীন আলোকরশ্মির ধা ধা, একের
চুলে অপরের সারা মুখ ছাওয়া।
ধীরে ধীরে কেবলি জিভ, কেবলি স্তন
ক্রমে ক্রমে গুম হয় বাদবাকি দেহ ।

অবচেতনে চাই, অবচেতনা চায়
অবয়বহীন অবচেতনা ডুকরে ওঠে, কোন বিভেদ
তৈরী করে না ।
এরা ফুল, পাপড়ি অথবা অন্য কিছু –কখনোই যেন
কখনোই
নিজের ভিন্ন অন্য রঙের পশ্চাদপটে উত্তীর্ণ
হলো না...



**হিজল জোবায়ের:** "গোটা শরীর যখন মন হয়ে কথা বলে সেটাই যৌনতা... নিঃশ্বাস, প্রস্রাব, পায়খানা- এগুলো ইনভলানটারিলি হয়ে থাকে; প্রাকৃতিক ভাবে। কিন্তু সেক্স শুধু প্রাকৃতিক ভাবে হয়না এই একটা যা আপনাকেই করতে হয়। 'আমিত্ব'- র এত প্রয়োজন এত উপস্থিতি আর কোনও মনুষ্য কর্মে নেই। যেন একটা দীর্ঘশ্বাস, যা নিজেকেই টানতে হয়।" সন্দীপন থেকে টানলাম। কবিতা এই যৌনতা। 'আমিত্ব'- র এত প্রবল উপস্থিতি, সীমাহীন পরিতৃপ্তি কবিতার বেশি আর কোথাও নেই।

## হিজল জোবায়ের এর কবিতা

### গম কাটার মৌসুমে লিখিত

ফুল সরিয়ে সরিয়ে তার উলঙ্গ দেহ আবিষ্কৃত
হল – জানা গেলো ফুলের গন্ধে তার মৃত্যু
হয়েছে – জনপদে জনপদে এ গল্প রটে যায়
সেবার গম কাটার মৌসুমে –
চাষারা বহুপুরাতন ধর্মগ্রন্থে তারা এই
মৃত্যুকে চিহ্নিত করে – লিপিবদ্ধ এ যেন
কল্পিত- স্মৃতি অতীতের – তারা ফিরে যায়
স্মৃতিতে লুকোনো আকাশ ও নদীর নিকটে – সেই
নদী একেকটি সূর্যাস্ত যার পেটে সোনার

ডিমের মত করে জমা হতে থাকে – ফুল ও শরীর
পরস্পর গন্ধ বিনিময় শেষে পুনঃআবিষ্কৃত হয়
নৈঃশব্দ্যমথিত সেই শান্ত নদীর তীরে –
জলের গভীরে জল মুহ্যমান ডুবে যেতে থাকে –
ধাতু নির্গত সুগন্ধি; ফুল নির্গত বিষ –
জানা যায়, আলোয় উজ্জ্বল মেঘের
নিচে এভাবেই মানুষের অগোচরে কখনও কখনও
ফুল ও মৃত্যু একত্রিত হয় মানুষের শরীর লক্ষ্য
করে...

## গম কাটার মৌসুমে লিখিত- ২

পাথর উড়বে হেনা,
পাথরের শাঁস পড়ে বেআব্রু শরীরের
ক্বাথে পিচ্ছিলতায়; তোমার রক্তাক্ত উরুর
ভেতর– জিরাফের জিভ ক্রমেঃ লীন
তুমি প্রেরণ করো হেনা নেমে যাক বন্যার জল
রেলের স্লিপার যেন
ভেসে ওঠে রিফিউজিদের গ্রামে; মিঠাফল
ফসলের অভাব অনটনের ভেতর
তুমি চিনে নিলে উদ্দিষ্ট যান সুলভ
মূল্যে কেনা এইসব ফল এইসব মাতৃগর্ভের
মতো নদী পদার্থ বল বেয়ারিং প্রভু চরাচর
ব্যাপ্ত হল,
কৌটাজাত মাংসের শরীর
নেড়েঘেটে ভ্রান্তি বিহ্বলতা স্মৃতিধূলিমাখা যাতনাই
ফের চাগা দিয়ে ওঠে; পাতার ভেতর নিরাময়
ছিলো অসুখের কোটের হাতায় ছিল
ছোরা নিয়মিতি- অনিয়মিতির ভেতর
ছিলো ক্ষয় অরণ্য আর মরুভূর
মিলনস্হলে হেনা তোমার রক্তাক্ত উরুর
দিনে জিরাফের জিভ রক্তাক্ত তুমি প্রেরণ
করো হেনা...

**গম কাটার মৌসুমে লিখিত- ৩**

প্রতি পূর্ণিমাতেই চড়ে টাট্টু ঘোড়ায় আমি দূর
বনে যাই শীতে মশলা বনের পাশে পুত্রসমেত
আমি ভুট্টা ফলাই দেখি শান্ত নদীর
জলে মার্কারী রং মৃদুমন্দ বাতাস
যদি জাগছে শরীর যদি যৌনকাতর
আমি পুত্রসমেত ফুলে গর্ভকেশর ভুলে তাই
ছুঁয়ে দেই যদি বিগড়ানো যায়
যদি বিগড়ে হৃদয় পিতা পুত্রসমেত
আমি মশলা বনের গাছে ঘষছি শরীর
গায়ে গন্ধ ফুলের লাগে মশলা বনের
কাপেঁ জীর্ণ- হৃদয় কাপে আত্মা ও প্রাণ
দূরে উল্কাপতন...
খেলে শান্ত নদীর
জলে মার্কারী রং



**বিধান সাহা :** মূলত কবিতা চর্চা করেন। গদ্য ও গল্পেও  সাবলীল। কবিতামগ্ন জীবন যাপন করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন।

# বিধান সাহা এর কবিতা

## যুগল-জীবন

যতটা আগুন ছিল তার'চে বেশি ছিল মেকী উত্তাপের উন্মাদনা। প্রকৃত আলোর সংকলন হলে এবার চড়ুইপত্রে বিলি হতো বিনিময়ের বাৎসরিক বিজ্ঞাপন। জীবনপাঠ্যের সূচি থেকে ছয় বছরের বয়স পাঠ শেষ হলেও– কুয়াশার পর্দা ডিঙিয়ে এখনো হাসেনি গৃহবাসী রোদ।

এইসব বহুমুখী ভাবনার শীতে প্রায়ই পরাজিত কম্পমান ভোর। আর প্রতিটি শীতবাক্য যেন মৌনমুগ্ধ মৌমাছি– উৎস থেকে দুই হাত দূরত্ব মাপতে শেখেনি।

প্রতিক্ষণ আমরা বুকের প্রতিবেশি, পাশাপাশি; প্রতিপর্বে নিঃসঙ্গ।

প্রতিদিনই আমরা একহাত পার্থক্যে লক্ষ যোজন দূরত্ব রচনা করি!

## যাত্রা

আহা! পুরাতন অক্ষরের  সত্যতা ধরে বেঁচে আছ।

যেদিন প্রথম সভ্যতার অসভ্য বাতাস তোমাকে দিয়েছিল স্বপ্নভঙ্গের করুণ ব্যঞ্জনা- সুশীলতা মানি; তবু বিপরীত বূহ্যভেদে আমাকেই স্কুলপাঠ্যে মুখস্থ ছড়ার মতো মনে পরে রক্তাভ আলপনায়।

হঠাৎ তাঁবুর ভেতরে আবহ সংগীত বেজে উঠবে। একটি মাত্র উন্মাতাল ঢেউ এর দিকে সমূহ দৃষ্টিপাত বিকিরণের মন্ত্রে দিক্ষিত  হবে। আর আমি খ- খ- অংশের ছায়া কিনে বৃষ্টিপাতের স্বস্তি নিয়ে ফিরে যাব প্রতিবিম্বের হাত ধরে। এই হলো নিয়মের নির্দিষ্টতা।

তবু আমি জানি, বৃষ্টিপাতের প্রত্যক্ষ পূর্বরাগ তুমি। ভেতরে তোমার স্রোতস্বিনী মেঘের নিনাদ। নিদ্রার চাদরে লুকানো একা এক আহত শিৎকার।

কোথায় উৎস বলো! গন্তব্য  কোন পাহাড়ের ঢাল!

## কেঁপে উঠছি, হে অন্ধকার

এই প্রেম, এই চতুস্কোন, এইসব ছেড়ে দিতে হবে। বাতাসে আর্দ্রতা বাড়ছে শুধু। ওদিকে আরামে মদের বোতল হাতে ডুকরে উঠছে কেউ। সে কী আমি! কেঁপে উঠছি, হাঁফাচ্ছি। তুমি কই? কই তুমি?? এই শুন্যতাহেতু কোথাও কী জন্ম নিলো ডোরাকাটা সাপ? জানিনা আমি। আজ তার দেহ-সেঁতারে কোন সুপুরুষ সাধকের মতো সুর তুলে যায়? ঐ তো, ঐ যে শিবু কাকা, আচ্ছা শিবু কাকা... কী যেন বলতে চাইলাম ! আমার এরকমই হয়। হচ্ছে রোজই। তুমি টিভি দেখছো? সিআইডি? এসব ভালো নয়। ফোনে কথা বলছো? ইথারে তো মিশে আছে আমার করুণ আর্তি। এইসব তোমাকে ভাবাবে বোধহয়। কী জানি! মদের বোতল হাতে নিয়েও কোনদিন তোমার উরুসন্ধি কল্পনায় আসেনি। একবার খুব কষ্ট করে ঐসব ভাবতে গিয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আর তুমি হেসে উঠেছিলে। কেন?

কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘের বাইরে আজ দাঁড়িয়ে আছো? এই যে দাগ টেনে দিলাম, দৈবঘুম থেকে যদি জেগে না উঠি, শেষতম এই চিঠির দিকে তাকিয়ে তোমার হাত অন্তত একবার কেঁপে উঠুক।



**সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী:** রসায়ন, সাংবাদিকতা ও ম্যানেজমেন্ট এ স্নাতকোত্তর। লেখা ও নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ১৯৮৩ থেকে, দেশ- বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকাতে লেখা প্রকাশিত। বর্তমানে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত। প্রকাশিত বইএর সংখ্যা তিন।

## সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী এর কবিতা

### বাংলা কাঁপছে জীবনানন্দ

থরথর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে
তোমার মাতৃভূমি
আমার পিতৃভূমি ...
সত্তর আমি দেখিনি
একাত্তরও অদেখাই রয়ে গেছে।
শুধুই শুনেছি হায়েনার হুংকার
বিস্রস্ত ধর্ষিতা প্রিয়া বনলতা সেন,
ধানসিঁড়ি নদীতে বোঝাই লাশ
স্রোত তার কবেকার রক্তে উচ্ছল।
সেই শান্ত কুহুডাকা বাংলার মুখ
অজস্র ক্ষতচিহ্নে ঢেকে
ঠা ঠা করে হেসেছিল কশাইদঙ্গল।

সাক্ষী নই তবু শুনেছি
সে রাত্রির আর্তরনণ!
কখনো শিউরে উঠে উদভ্রান্ত তাকাই,
কখনো বা আগ্নেয়লাভা শিরায় শিরায়।
জীবনানন্দ আজকের যাপনে
চারাগাছ মহীরুহ,
আজকের শাহবাগের কুরুক্ষেত্রে
ঋষি কিম্বা ফকির সুলভ সৌমতার
স্থান ধুয়েমুছে গেছে।
আজকের বাংলায় তুমি
নতুন কবিতা লেখো হে গ্রামীণ-
আজ তুমি চেয়ে নাও
জহ্লাদ দহন।

## বৃষ্টি সবুজ কল্পকথা

কখন সবুজ বৃষ্টি ডাকিস, বৃষ্টি ডাকে সবুজ!
এত শুন্য মাঝখানে রাখলি কেন তোরা?
সেখানে যে সাহারা মরুভূমি।

আশৈশব বৃষ্টি সবুজ মাখামাখির পুরাণ
আশৈশব ক্যানেল পাড়ে হু হু কাঁদে ভাগীরথীর জল
সেখানে নেই ধূসর বিবর্ণতা।

বাসার ভেতর দরিদ্র মন ঘিরছে তোদের যখন তখন
সহানুভুতির শয়তানীতে শীতে জলের বাস্পীভবণ
মাঝে মাঝেই সবুজ হারায় রঙ।

অনেক ভুল সুতোর ফাঁদে জড়িয়ে আছিস মাকড়সার জালে,
কে বলেছে ভুলের মাশুল বইতে হবে সারাজীবণ?
বৃষ্টি সবুজ ঠোঁট কে চুমু খা...

ধান কাটা শেষ, মাঠের ফসল গোলায় মজুত
রঙ হারানো মাঠে আবার সবুজ ফিরে আয়,
বৃষ্টি আসুক অঝোর রিমঝিম।

## যুদ্ধকালীন

সামনে আসছে ঝোড়ো দিন
বিচারকের আসনের সামনে
বাদী অথবা প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াতে হবে,
অভিযোগ আনতে হবে
স্বজনের প্রতি,
অভিযোগ প্রমাণের ঘৃণ্য লিপ্সায়
করতে হবে রক্তবমণ।
রায় শেষে হয়তো হাসতে হবে
হয়তো অপমানে কান হবে লাল
আরও একবার!

সামনে ছায়ারা লাফালাফি করে
হঠাৎ তান্ডবে মেতে ওঠে তারা।
একটা ছায়া দৌড় শুরুর ভঙ্গী করেই
পিছিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে,
অন্যছায়া দ্বিধাভক্ত হয়ে
পথ করে দেয়,
ছায়ারা পথ করে দেয়।
সামনে ছায়ারা হঠাৎ লাফালাফি করে।

এই কি চেয়েছিলাম?
ছায়াতে দেখতে হবে
স্বজনের মুখ?
স্বজনের রক্তে ভেজাতে হবে
শত্রুলাঞ্ছিত এই দু হাত?
এই কি চেয়েছিলাম?

এখন ফেরার পথ নেই
যুদ্ধ হয়েছে শুরু,
মীরজাফর স্বজনের রক্তপাতে-
দুঃশাসন স্বজনের রক্তে চুল বেঁধে-

রণধ্বনিকে আপাত বিশ্রাম।
তারপর, আবার শুরু হবে লড়াই
নতুন লড়াই,
পলাশীর প্রান্তরে শত্রুর উলটো দিশায়।

এখন যুদ্ধ হয়েছে শুরু,
সামনে আসছে ঝোড়ো দিন।



**ফয়সল আদনান:** গল্প বলতে বলতে পৃথিবীর সব গল্পই ফুরিয়ে গেছে। আর গল্প বলিয়েরা সব নাম লিখিয়েছে সৈনিকের খাতায়। আমি সেই সৈনিকদের একজন। কবিতা লিখি, এর বাইরে দেয়ার মত কোন পরিচয় নাই।

## ফয়সল আদনান এর কবিতা

### আলপথে গোলাপ

ধূলি-কাদা মিশে গেছে লাল ক্যানভাসে
তার ওষ্ঠ-কটি-নাভি-জঙ্ঘার শুচিতা, সব গেছে
পাশে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে ভাঙ্গা কাচ–
আত্মহত্যার সাম্রাজ্য,
চলন্ত তিন চাকার বিহ্বল বেসামাল যান থেকে তাকে চোখে পড়ে
ধুলো ময়লায় ফেলে রাখা সভ্যতা-সংসারের সাথেই ভীষণ সিমেট্রিতে
কাঠালবাগানে, যেখানে পৃথিবীটাই ঢালু হয়ে গেছে

## এনার্কি

সব পথ এসে মিলছে এনার্কির মোড়ে
ভায়োলিন বাজাচ্ছে অন্ধ জাদুকর
শহরের সব পাখি মৃত্যুর নাম নিচ্ছে
আর শিকারিরা জড়ো হচ্ছে

ওঁ

ঘোড়াদের হাসিমুখ কেমন হয়? এই প্রশ্ন করে আমি জানতে পারি সহাস্য কোন ঘোড়ার সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই যুদ্ধের ময়দানে, সাদা ঘোড়া, কী করছ তুমি? গুলিবোমা ন ছুঁলেও মানুষ যে ছুঁতে পারে জানতো– আর একবার ছুঁলে তোমাকেও হাসতে হবে একশটি বছর। হায় জুভাস দেখ ক্রুশ থেকে উলটে! পড়ছেন যিশু, আর আমি পানপাত্রে মুখ চুবিয়ে, ভাতৃহত্যার রক্ত পেয়েছি।

“There is no war until a brother kills a brother”

সাদা ঘোড়া, তুমি আমায় রহস্যের জাদু বন্দরে নিয়ে চলো, সেখান থেকে শুনেছি ভূমি ও আকাশ নোঙর তুলেছে, এইসব যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা রেখে আসি, বৃদ্ধ হবার পূর্বেই আমি বসুন্ধরার কাছে উপগত হতে চাই।



**রুদ্র হক:** এখন দিগন্তের দিকে যে আকাশ... তার ঘুম কেমন ঘনিয়ে আসে দেখো লাল চোখের ভেতর রাশি রাশি ঢুকে পড়ছে অন্ধকার আমার শান্ত চোখ ঘোড়া কতদুর চলে এসেছো জানো? কতদুর যাবে?

## রুদ্র হক এর কবিতা

**এ এক অভুক্ত সময়**

চোখের পিচুটি চেটে খাই। খাই কামোন্মোত্ত শিশ্নের লালা
তুমি এক উৎপাদনশীল জীব! তুমি বীর্য গিলে খাও
আর ঘাম আর মুত্রের লবন তিক্ত স্বাদ তুমি পরখ করে দেখ
এই ক্ষুধাকাতর দিনে শরীরে রক্তের লোভ.. শিরা উপশিরা
স্নায়বিক কোষ-  কোষ থেকে কোষ রক্ত নিয়ে খেলে
তুমি রক্ত চেটে খাও। রক্তের স্বাদ নোনা..
তুমি লাল চেটে খাও।আমি লাল চেটে খাই
এই অমৃতের ক্ষরায় আমি মল গিলে খাই
তার গন্ধ পান করি..
পারিতো অমৃতের গলায় ঘন্টা বেঁধে দেই-  ওঁত পেতে থাকি!
..তুমি ওঁত পেতে থেকো
এই ক্ষুধা ক্ষরার দিনে পারোতো নিজেকেই ভোগ করে নিও!

**স্নেহজাত বৃক্ষ**

মাটিতে অর্পিত মাটি
তার উপর স্নেহ চারাগাছ।
গাছের সোনালি বঙ্কল ঘোষনা করছে এক একটি স্বর্ণফুল।
সমগামী আলো
উদ্বাহু মায়া কান্ডে আগুন তুলে দিলে
সেইখানে ঝরে পড়বে সুগন্ধি আলো।
দৃশ্য- চরিত্রহীন
সকল নামের ওপর
মুখ্য- দোদুল্যমান, সত্য হাওয়ায় ভিজে উঠছে বুনোফুল,
রঙিন রেশম পোকার শরীর;
তথাপি ধোঁয়া ওঠা গুপ্ত গুহায় মাকড় বুনন এক রঙিন শোকে থেমে গেছে।
এই ধুনে ঝড় এলে-
পৃথিবী প্লাবন- ঝড়ে উড়ে গেলে অন্যকোথাও..
ভূমিচিত্রের জটিল কোলাহলে
পর পর স্নেহজাত সুগন্ধে ভরে যাবে
মানুষের দল..

## অধিকৃত চাঁদ

আহা সাদা চাঁদ! অবশেষে অধিকৃত পড়ে আছি! পাটের আঁশের মতো চুল, জটের মালা গলায় লালসালু পড়া সেই বাউল .. হাতে তোমার মন্দিরা -তুমি গাইছো আর মাতাল হয়ে উঠছি আমি। তোমার মন্দিরা বাজছে আর সমুদ্রে ফুলে ফেঁপে ওঠা ঢেউয়ের মতো আমার উথলে ওঠা আবেগ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে- আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পথে। আমাকে শুইয়ে দিচ্ছে ঘাসে। আকাশের থিয়েটারে মেঘের চরিত্রে অভিনয় করছে স্বপ্নবালক -আমার ছায়া। সূর্য ডুবছে লাল, হাহাকার উঠছে বুকে। রাত নামছে গভীর, মৃত্যুকে ভাবছি আমি, আমার জন্মকে ভাবছি। আমার বেঁচে থাকাকে নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে নক্ষত্র। চাঁদ, তোমার গল্প শুনিয়েছি রাস্তার পাশে জমে থাকা জলকে। ও বলেছে জানি। তোমার গল্প শুনিয়েছি দীঘিকে, ও বলেছে জানি। নদীকে শোনাতে গিয়ে ফিরে এসেছি, নারীকে শোনাতে গিয়ে ফিরে এসেছি। আমার নিঃসঙ্গতার সাথী হয়েছে প্রিয় সাদা শার্ট। তার হাতে ক্লান্তির ঘাম মুছেছি। চোখ লাল করা চোখের জল মুছেছি। আমার নিঃঙ্গতার সাথী হয়েছে লাল সাইকেলটা। রাতের রাজপথ আর তার অদ্ভুদ মিতালি ছিল। দিবানিশি ফার্মেসি খুঁজতে খুঁজতে প্রিয় সাইকেল তোমাকে নিয়ে ছুটে গেছি ভুল প্রেমিকার বাড়ি। আমাকে পাগল করেছে নারীর চোখ, আমাকে উন্মাদ করে তুলেছে নারীর ওড়না, কোমল স্নিগ্ধ বুক নারীর -আমার কাছে আরাধ্য ছিল অথচ ওখানে ঘাম অথচ ওখানে কাম। আমি খুঁজেছি ভালোবাসা, অচিন বৃক্ষের মতো ছায়া। আমি সূর্যের দিকে আজো তাকাইনি, সূর্য কেমন আজো দেখিনি। নিজের ভেতর এতো রোদ, আমি কীভাবে নতুন সূর্যের সাথে কহন কথায় মাতি ! আমাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে বিজয়নিশান ক্লাব। আমাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে সঙ্ঘ-আড্ডার হাসি, এতোগুলো মানুষের ভেতর আজো কি আমি আমার বন্ধুকে পাইনি !বন্ধু ছিল আকাশ, বন্ধু ছিল চাঁদ -বাড়ির ছাদ। শত্রু ছিল মন, যার সাথে অহর্ণিশ দিবানিশি কথা বলছি -যাকে আমার সব দিয়েছি। কাম- আগুনে ঠেলে দিয়ে আমাকে আমারই মন ধর্মীয় গ্রন্থে ডুবে গেছে। ভালোবাসায় নিমগ্ন করে দিয়ে আমাকে, প্রতারণার কৌশল শিখেছে নিজে। প্রগাঢ় চুম্বনে ঠেলে দিয়ে শিশ্নের গায়ে জ্বেলে দিয়েছে আগুন। আমি বুঝতেও পারিনি আমার ব্রাত্য জীবন, আহা সাধের ব্রাত্য জীবন, আমার স্বাধীন জীবন, আমার মুক্ত জীবন -যা ইচ্ছে তাই। যা পেয়ে নিজেকে ভাবতে শুরু করেছি বিশাল আকাশে নক্ষত্রের সরদার চাঁদ। যখন আমি জোছনা ছড়াচ্ছিলাম, একের পর এক কবিতা ছুড়ে দিচ্ছিলাম মহাকালের বুকে। যখন

আমি দিকবিজয়ী সম্রাট, যখন কালপুরুষ এসে কুর্ণিশ করে যাচ্ছে আমায়, যখন শুকতারা এসে নীল খামে চিঠি লিখছে, দেবদারু বাতাসে শীতল করছে, রাতের পাখি অনভ্যস্ত -গানে মাতছে, আমারই জন্য পৃথিবী, পৃথিবীর জন্য আমি অপরিহার্য ভেবে তুমুল ভালোবাসছিলাম, সব ভালোবাসাকেই আমার আদর্শ ভেবে জিতে যাচ্ছিলাম, তখন মন আমাকে ঠেলে দিয়েছে অমাবশ্যায়, মন আমাকে ফেলে দিয়েছে ভীষণ শত্রুতায় অন্ধকার গলির নর্দমায়, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছি, আমি হু হু করে কেঁদেছি, আমি কাঁদছি, আমার শত্রু মন, যে আমাকে ঘোরের ভেতর নিমগ্ন হতে বলেছিল। আমি নিমগ্নতায় যখন ভীষণ মজা পেয়ে গেছি, তখন আমাকে টেনে হিঁচড়ে এনে ফেলেছে নগরে। তীব্র আলোর ঝলকানিতে আমি অস্থির হয়ে গেছি, আমি ভুলে গেছি আমার অতীত ছিল, আমি চাঁদ ছিলাম, জোছনা ছড়াচ্ছিলাম, কবিতা লিখছিলাম, আমি ভুলে গেছি সব। আশ্রয়হীনতার যন্ত্রণায় ছিঁড়েখুঁড়ে আমাকে ঘরমুখো করছে সে - আমি এখন ঘর খুঁজছি, আমি এখন বিক্রি হচ্ছি, আমি এখন নেতার মিথ্যে আশ্বাস শৈল্পিকতায় ডুবিয়ে বিভ্রান্ত -করছি মানুষকে -পৃথিবীকে -যাদের একদিন ভালোবেসেছিলাম। আহ, আমি পাপ করছি। রাত হলে পাপের ভারে হেটে যেতে যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি রাস্তায়, রাস্তার পাশের জমে থাকা জল আমাকে ডেকে বলছে -এই! আমি তোমাকে চিনি !তুমি চাঁদ! আমি হেসেছি, বিড়বিড় করে বলেছি -চাঁদ! অধিকৃত চাঁদ!



**গ্যাব্রিয়েল সুমন:** কবিতা লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ একটি। 'হাওয়াকাঠের ঘোড়া' নামে একুশে বইমেলা'১৩ তে বের হয়েছে।

## গ্যাব্রিয়েল সুমন এর কবিতা

### ছাপাখানা

ফেরীঘাট নিয়ে লেখা যেকোনো গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নাম শীতকাল হলে– আমি তার ওপর সাতাশটি দেশলাই কাঠি বিছিয়ে রাখতাম।

যদিও শিমুলফুল শীতেই ফোটে আর দেশলাইকাঠি শিমুলকাঠ হতেই তৈরী হয়।

জল-হারানো বাতাস– তোমরা দ্যাখো, কেমন করে একইসাথে কুয়াশা– কুয়াশায় মরে যাওয়া কাশবন– এবং কুয়াশার টানে বেড়াতে আসা ঘুমসারস– একবিকেলেই শীতকালের প্রেমে পড়ে যায়।

## বেড়ালবার্তা

গর্ভবতী বেড়ালের দুঃখে– চন্দ্রমল্লিকারা হেসে ফেলে। এইভাবে অদৃশ্য খড়মের উপর পা রেখে নগরীতে শীতকাল এসে যায়। কুয়াশার ভিতর হারিয়ে যাওয়া শাদাঘোড়া হাওয়াঘরে ফিরে ফিরে আসে শেষরাতে। আমরা বেড়াল দেখে চমকে উঠি– শীতের জ্যোৎস্নায়।

কুয়াশা চেনে সেই পুত্রবেড়ালকে– যে পেয়ারাগাছকে সিংহাসন ভেবে ওপরে বসে আছে। কুয়াশা চেনে সেই বউবেড়ালকেও– যে চারটে শাবকের জন্ম দিয়ে নিশীথিনী হয়ে গেছে।

## ছাপচিত্র

পুরুষগাছ কখনো কাঁদে না। শুক্লপক্ষের চাঁদ– পুরুষগাছের বিষাদ শুষে নিয়ে ক্রমেই চলে যায় ছায়াপাথের দিকে। শীতের ছায়া, ছায়ার শীত– দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। একটি শীতকাল আমি শুধু দেয়ালের ছায়া দেখে কাটিয়ে দেব। তখন আর প্রচলিত বলনভঙ্গিতে– ঘুম আর কুয়াশাকে আলাদা করে চেনা যাবে না।



**মনিরুজ্জামান খান**: কিসে হয় কম কিসে বেশী, কম বেশী হয় কর্ম তরে। মানুষে দিলেন দয়াল মালিক, একই প্রাণ সবার ধরে বেশির বড়াই নয়তো বেশী, মানুষ ফেরে সত্য ঢুরে।

## মনিরুজ্জামান খান এর কবিতা

**স্বপ্ন**

অগুনতি তারা মেঘের মত পুঞ্জিভূত থাকত
স্বপ্নের হেলে পড়া আকাশে।
গুড়িগুড়ি অগুনতি তারা সাধুসঙ্গের মত,
যেন পেঁজা তুলা
হেলে পরা আকাশে
ঘনায়মান বিহ্বল সন্ধ্যায়।
কিশোর চোখ বিস্ময়ে সন্নিবিষ্ট হত
সেই অবাক মেঘে
যা ছিল মূলত গুড়িগুড়ি তারার পুঞ্জিভবন।

বিস্মিত প্রথম দৃষ্টিতে
এ ছিল সাদা মেঘ বা পেঁজা তুলা
হেলে পরা সন্ধ্যার আকাশে,
বিস্ময় দৃষ্টিকে প্রখর ও স্থির করতো
আর কিশোর চোখ সাঁতরে বেড়াত
পরতে পরতে জমে ওঠা
কুয়াশা মায়ার মত পুঞ্জিভূত
গুড়িগুড়ি তারার মালায়
সেই কৈশোর স্বপনে, ঘনায়মান সন্ধ্যায়।
সাধুসঙ্গের মত গুড়িগুড়ি তারার মিছিল
যেন সঙ্ঘবদ্ধ হতো কিশোরের অবাক মাথায়।

## কাঁসার ঘন্টা

হারিয়ে যেতে যেতে বড় কষ্ট বাজে গো বুকে! সেই গ্রামপথ থেকে যখন হারিয়ে গিয়েছি, বন্ধুরা বুঝি খুঁজেছে কিছুদিন, তাদের কোনোকোনো দীর্ঘশ্বাসে আজো হয়ত একটু ছুঁয়ে থাকি। আর আমার দীর্ঘশ্বাস, সে তো একটানা বয়েই চলছে।

বখতিয়ারের ঘোড়া যখন হানা দিয়েছিল কাঁসার ঘন্টা দেশে তখনই আরতিরা হারাতে শুরু করল জনসংখ্যায়; আহা কোন সে গোপন দু:খে !বিভাগের রক্তহোলি পেরিয়ে আজ তা সর্বৈব হারানো। আজ আর সাত আট বা নয় দশ গুনে কি হবে। এও একদিন হারাবে আধুনিক বা নাই ধর্মের তালে। সব বড় সংখ্যাই হারাবে একদিন।

আহা আমার কাঁসার ঘন্টা রে, হারাবার কালে কেন তুই গলার ফাঁস হলি না!




**ডাল্টন সৌভাত হীরা:** জন্ম ১৯৯০। পড়াশুনা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিষয়ে। এখন একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়াচ্ছি।

## ডাল্টন সৌভাত হীরা এর কবিতা

### ঘিয়ে ফুলের বন্দকি কারবার

এখানে তুমি লুট হয়ে যাবে।
ওখানে ওখানে তুমি লুট হয়ে যাবে।
কেন পড়তে গেলে পোড়া প্রেমিকের কপালে?
তার সমস্ত শব্দ
নিঃশব্দ বন্দকি কারবারে।
জেল গেটে ঘিয়ে রঙ জলছাপা ফুল।
পায়ে মাড়ালে মানে লুট হলে,
আশটে গন্ধ সেঁচা খুলনা শহর জেলে যে ঘাওর
ঘিয়ে ফুল বেমানান,
অনভ্যস্ত। তার কাছে তুমি লুট হলে।
তোমার শেফা রঙ ওড়নায় পেচান
চারবাটি টিফিন ক্যারিয়ার,
কলাবাটা মাগুর মাছের ঝোল, লুট হয়ে যাবে।

লুট হয়ে যাবে।
ঘাওর ঘিয়ে ফুল গন্ধ বনিকের কাছে।
কেন পড়তে গেলে পোড়া প্রেমিকের কপালে?
তার সমস্ত শব্দ, নিঃশব্দ বন্দকি কারবারে।
বন্দকি কারবারে পাচ ফুট- পাচ ফুট সেল,
মাকড়সার বাসা আর
তোমার সতীনের মত ছড়ান ছড়ান বই। অক্ষর
খোজা বই আর দাড়িমুখ ফেরার প্রেমিক
লুট হয়ে যাবে। লুট হয়ে যাবে, ভৈরবের
আশটে গন্ধ জলের কাছে।
কলাবাটা ঝোলের জ্যান্ত মাগুর মাছের
ঝাকে। শেষ রাতে কান্না চাপা
গায়েবান জানাজায়।
তোমার লুট হওয়া সতিনের খবর,অক্ষর
খোজা চশমার হদিস
তুমি ঘিয়ে ফুলের কাছে পাবে।
জেনে রেখ, ঘিয়ে ফুল ও লুট হয়ে গেছে।
লুট হয়ে গেছে কবরে কবরে।
তোমার চারবাটি জ্যান্ত মাগুর মাছের
ঝোলে, ফেরতগামি
সংকেত পত্রে, সবখানে ঘিয়ে ফুল থাকে।

## আমার উপর কবিতার আছর

ফুসফুসের অর্ধেকটা খেয়ে গেছে রোগে।
বাকি অর্ধেকটায়, ঘোরগ্রস্থ বুড়োর মত
কবিতার স্তুপ। কবিতার স্তুপ, সেইসবও
আহা দারুণ খাদ্য কীটের! পাকস্থলির
সবটা জুড়ে শারাবের নহর আর দ্রাক্ষার
রস; সেখানে নাচনি কিশোরীর মত খেই
হারিয়ে নাচে কবিতা।
খুড়ে খুড়ে খাবে জানি পাকস্থলি তারপর
শারাবের জলে রোবে বপনের মচ্ছব।
সমস্ত কবিতা মিলে খুঁড়ে খাক কবিকে ।
খুঁড়ে খুঁড়ে খাক! আধখাওয়া আমি বলি, আমার উপর
কবিতার আছর। কে সেই
কবিরাজ, করতে পারে সুঁই? গুনে আর
গেঁথে দেবে একট কবিতা খানেক।
তারে বলি, আমারে সুঁই কর হে, আমার
পরে যে কবিতার আছর।
সমস্ত ঋতুর রজঃশলা দিন, বসন্ত, বর্ষার ঘোর
করা রঙ নিয়ে বানাও এক মিকচার। এক
নিঃশ্বাসে গিলে আছর মুক্ত হই! গাল
দিয়ে তারপর ফেনাটে গোগলার মত
কবিতা বের করি। বমি করে ফেলে দেই
কবিতা খানেক!

## বৈজন্তি বোষ্টমী

(১)
আমার মন ধারে তাই,
আমি এধারে, ওধারে যাই।
আমার মন জুড়ে গোবক্ষী শ্মশান।
আমার দেহ জুড়ে, যন্ত্রনা টানটান।
আমার মন ধারে, মনেতে মনেতে ধুত্রা ফুলের
ব্যধি।

(২)
উত্তর যাবি,
সত্ত্বর হবি,
বলবি আমি
যাই দক্ষিণে;
রাই লো...
কাল কৃষ্ণ
পঞ্চমীতে মরেছে বৈজন্তি বোষ্টমী।
হা! কৃষ্ণ, গৌর- নেতাই; সমস্ত পাওন
তুমি আমারে দাও।
আমি নত হই
বোষ্টমী পদে, আমারো ধুত্রা ফুলে রতি।
আমি বলি কজধূরি করতালে, কেত্তনে-
আমারো সই ধুত্রা ফুলেই নতি।



**জাহান আলী:** মূলত কবিতা লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা- তিন। কবিতার পাশাপাশি সাহিত্য সংগঠনের সাথে জড়িত।

## জাহান আলী এর কবিতা

### এক বিকেলের গল্প

ঘাসের মাদুর পেতে বসে আছে বিকেল- মাঠে মাঠে
কোথাও নড়ছে পাতা; কেউ দেয় ইশারা
মানুষ আড়াল পেলে আদুরে না হয় হিংস্র হয়
ভয় বিকিয়ে খাচ্ছে সবাই, মানুষ সত্যি ভয় পায়।

কত নিপাট আঙ্গুলের বুনোন টুটে গেছে
এই বিকেলের মাঠে মাঠে
সন্ধ্যা তারার নিচে কত রাত
এখনো কাটায় যুবকের দল
কত গল্প হারিয়ে গেছে
এই মাঠের হাওয়ায় হাওয়ায়-
সে গল্পেরা এই বিকেলের মাঠে
কখনো কি ফিরে ফিরে আসে

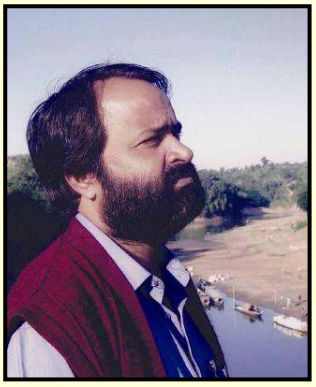
স্বপ্নের জাল বুনে
দ্বীপ্ত কথার আলোয় ভোরে উঠে চার পাশ
কেমন যেন মলিন মুখের মিছিলে
ভরে উঠছে আশপাশ।
অবসাদে আকাশের রঙ কালো হয়ে গেছে
আকাশ দেখে না কেউ
হাসি নেই, হাসার চেষ্টা তবুও মানুষের আছে।

## ধীবরের প্রেম

সৌখিন সেই ধ্যানমগ্ন ধীবরের গল্প সকলেই জানে
মৎস শিকারের ছলে কাটিয়েছে যুগ
তবেই না চন্ডীচরণে সমর্পিত রজকিনী

আঁশটে গন্ধে মাখা এ জীবন আমার
জাত ধীবর তবুও আজও চাঁদের অলোই
মাছের বীর্য মাখি, পাটাতনে মাছ না-
যেন সারি সারি মৎসগন্ধা নারী

ধীবরের প্রেম লেখা থাকে গাঢ় রাত্রি আর
পোয়াতি মাছের গায়
প্রতিদিন সুদিন আসবে বলে দূর্দিন রোজ জলে ভাসায়
আজও কত প্রেম অগ্রন্থিত কবিরা পাইনি নাগাল
মনের অ্যালবামে তোলা গোপন ছবি
কবে প্রদর্শিত হয়েছে যাদুঘরে যাদুঘরে
প্রেম কি নিয়েছে দীক্ষা কখনও সংঘ মসজিদ মন্দিরে?



**আমিনুল ইসলাম**: কবিতা লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রবন্ধ ও অন্যান্য বই প্রকাশিত। মোট প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা- ৯টি। মানবতার ধর্মে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রেখে চলেন সর্বদা। একটি কলেজে অধ্যপনা করেন।

## আমিনুল ইসলাম এর কবিতা

### ভিজছি আর উড়ছি, উড়ছি আর ভিজছি

কষ্টবৃষ্টি ঝরছে সাথে দুশ্চিন্তার ঝড়োহাওয়া
কোনো উঠোন নেই বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার
বৃষ্টি মোছার কোনো গামছা নেই শুকনো হবার জন্যে
কষ্টবৃষ্টিতে ভিজে ভিজেও হয়ত থেকে যেতাম কারো উঠোনে
একবেলা আধাবেলা করে কেটে যেতো জীবন
কিন্তু দুশ্চিন্তার ঝড়োহাওয়া থামিয়ে রাখেনা
উড়িয়ে নিয়ে যায় সুতোকাটা ঘুড়ির মত
ভিজছি আর উড়ছি, উড়ছি আর ভিজছি।

## আমার একটি স্বপ্ন নদী আছে

আমার একটি স্বপ্ন নদী আছে
সেই নদীতে বর্ষা আসে
দুকূল ছাপায় পস্নাবন নামে
সেই নদীতে সাঁতার কাটি বারমাসে।

নদী আর শুকায় যখন দারুণ খরায়
জল থাকেনা একফোটাও শুধুই বালি
তপ্ত রোদে নিজে পোড়ে
আমাকেও পোড়ায়।

নদীটারও স্বপ্ন আছে
দুকূল ভরে থাকবে জলে
আমায় তখন শান্তি দেবে
শীতল বাতাস পলে পলে।



**অসীম কুমার সরকার:** মূলত কবিতা লেখেন। কবিতার ভাষায় তুলে আনেন জীবন ও স্বপ্নের মায়াময় আখ্যান। 'ধানসিঁড়ি' নামে একটি লিটল ম্যাগ সম্পাদনা এবং পেশায় কলেজে শিক্ষকতা করেন।

## অসীম কুমার সরকার এর কবিতা

### যেখানে ঢেউ নেই, প্রাণ নেই

তেজি ঘোড়াকে দেখেছি দুর্বল ছুটতে
সব লেনদেনের পরও কিছু স্মৃতি
খনন করে কষ্টের জাগরণ।

ইচ্ছেকে বলি দিয়ে নিস্তব্দ, নিরব শান্তনদী।
যেখানে ঢেউ নেই, প্রাণ নেই
জীবন সেখানে শুধু পটে বন্দিছবি !
পকেট ভর্তি কথা জমে আছে
দুঃখিনী রুমালে,
যে চোখে সুষমা ছিলো
দরদী কন্ঠে ঝরতো আকুলতা
'তোমাকে খুব মিস করি

বিশ্বাস করো, সোনা ?’
সে কণ্ঠ এখন কেবলই কর্কশ
মলিনতার খাপ ছেড়ে দুর্বিসহ যন্ত্রণা,
কোকিল কন্ঠে কেন আজ কা কা ডাক ?
উপমা

শীতের সকালে ধূমায়িত গরম চা
তোমার ঠোঁট। প্রথম চুমকে
কী তৃপ্তি, কী প্রশান্তি!

আর খবরের কাগজ হলো
তোমার দেহ। আপাদ- মস্তক
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া।

## কতদিন হয়নি দেখা জোছনায় কবিতাপাঠ

রোদনের কান্না শুনি শূন্য বন্ধুত্বের করতলে
মরমী আত্মায় আজ খুঁজি তেপান্তরের বন্ধু।
সেই রাত জোছনা আলোয় শরীরকাব্য
দু'হাতে তুড়ি দিয়ে তিনকবির জলস্নান জন্ম।
আহ! রে শৈশবের মাতৃঘ্রাণ লেগে ছিলো
বিলকুমারীর মাটির জঠরে, আমরা
হয়েছিলাম জোছনা রাতের তিন নবজাতক।

কতদিন হয়নি দেখা জোছনায় কবিতাপাঠ
জীবনের পাঠে আজ বন্দি আমরা।
জীবনের দেনা -পাওয়ার কতো লেনদেন দিয়েছে হামাগুড়ি
সময়ের কাঁটায় যন্ত্রমানব বনে গেছি কত তাড়াতাড়ি।

এখনও শুন্য বিলাপ, স্মৃতিফোঁড়ন কাব্যশরীর
কোথায় হারিয়েছি বলো সেই বন্ধুত্ব জন্মআলো?
হাতের ফাঁকে বন্ধুত্ব ফাটল, মনের খোরাক কাব্য
সেই পূর্ণিমা আলোয় আবার হোক মহামিলন।



**সৈয়দ সাইফুর রহমান সাকিব:** একটি স্বপ্নের নাম যদি হয় জীবন, তবে আমি হেঁটে যেতে পারি। প্রেম তুমি পাশে থেকো গভীর স্রোতের মত। ছায়া অভিলাষে পংক্তির শীতল বাতাস হয়ে ভালবেসো, ভালবেসো। কবিতায় ঐক্যবদ্ধ হতে সময় প্রয়োজন। চট করেই জটাধারী হবার লোভে এই অঙ্গনে পা ফেলেই বোঝা গেল এখানে অশ্রুসিক্ত হতে আবেগের সাথে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। তখন থেকেই জীবন দেখা শুরু। তারই ধারাবাহিক প্রয়াসে ক্লারিক্যাল চাকুরীর বেসামাল কাজের ফাঁকে লিখে যাওয়া কথাগুলোর মধ্য হতে তুলে ধরেন বাসনা- "ইচ্ছেছবি"। তবে আক্ষেপ ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে লিখে যেতে পারবেন তো? নাকি প্রেক্ষাপটের দৈন্যতা কেড়ে নেবে সকল সাধনা? প্রশ্ন আমাদেরও তবে সফলতা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য।

## সৈয়দ সাইফুর রহমান সাকিব এর কবিতা

### লিডিং লাইট

মাঝে মাঝে খুঁজে খুঁজে দেখি
নিবিড় স্বপ্নের শেষ বলে
কিছু নেই।
আমি বীভৎস লাশের কথা লিখি
সমাজ সংস্কারে ফাটি।

কিংবা আন্দোলনের ছকটা শেষঅব্দি
কোথায় পৌছবে বলে যখন খুবই উত্তেজিত
তুমি বল বাবুর ঔষধ শেষ।

তন্দ্রালু রাতের চাঁদে
চৈত্র বুনে গেলে উত্তাপ।
ইলেকট্রিসিটির অকাল মৃত্যুতে
বুর্জোয়া শোধনবাদের
ম্যানুফেষ্টো তুলে বলি দেশটা বাঁচাতে হবে।
হাতপাখা নেড়ে বল
গত মাসের বাসার ভাড়া বাকি।

কত গুল মারি!
অথচ তোমার সংযত হবার শান্ত
চেষ্টা দেখে বোঝা যায়
তীর পর্যন্ত জলে ছাপিয়ে যায় নদী
ডোবে না কখনো তীরছবি।
মুচকি হাসিতে আমাকে বুঝিয়ে দাও
ভরাডুবি।
তখন যতই পূর্ন করি না সামাল
স্নানঘরের হাজত বাসে
ঢোকার সিম্ফোনি- নেয়ে এসো
তোমার না ক্ষিদে পেয়েছে!

বুঝি বহু কথায় দিয়েছি শান বৃথা
তাই অনাদরে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আছে চিতা।

## আমি ভেবে নেবো

পাঁজরের কুটিরে রেখেছিলাম
যে আরাধ্য। সেই তপ্তশ্বাস
করজোড় দেখে
দমবন্ধ করে বলে, আসি।
এটি সেই বিদায় পর্বের অরুনাভ লজ্জা
লেলিহান খোলে পড়ে ছিল।
ব্যবচ্ছেদ হয়নি বলে তোমার বুকে
ভালবাসার শিশির
মাড়ায়নি রোদ। চোখ বেঁধে
উজানি স্রোতের দিকে ভেসে গেছে
আকড়ে ধরেনি কোন অবরোধ।

বিদায় বলেছি! আছে যেটুকু আশ্বাস
কুয়াশার মত দীর্ঘশ্বাস
সমাপ্তির পায়ে চুমু খেয়ে নেমে যাবে
ফের জলে।
আক্ষেপে বনদোপাটি আনপঢ়
বলে গালাগাল দিলে
আমি ভেবে নেবো সম্ভাষণ।

## এপিটাফ

আচমকা নয়, মগজের কোষে প্রতিক্ষার দায়
অনেকদিন থেকেই।
তাই কচুরি ফুলের মত বেগুনী জোয়ারে
কর্মক্লান্ত বাতিঘর।
কতবার সামাল দিয়েছি
চর দখলের এই উম্মাদনা
কবিতাই আর আর লিখবো না।
তবু নগ্ন ভালবাসা
প্রজননে বিশ্বাসী। প্রপঞ্চ মুখোশে
বিকোয় যত সুখ।
নেশার প্রতাপে টেবিলে শেখায় জোনাকীর আলো
আর জীবনের কাঁচা পাকা ভুল-
দেহ সংক্রামিত
নীল চোরাবালিতে বাড়ন্ত মৃত্যুফাঁদ।

জলাধারে শাপলাশালুক
আর ভাঙ্গনের ফনা দুলে দুলে বলে যায়,
স্বপ্ন আকাশ কারও কাছেই যাবার
অধিকার নেই।
শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো বলেই
কবিতার লাল রাঙা ঠোট।

নিষ্পলক তীর্থের কাকেরা অন্তত দেখেছে
আগুনের রূপ।
দামাল বাতাসে পূর্ন খাচাতে থাকেনি
উল্লাসিত দুখ।
তবে কোন সুখে নাচাও আমাকে
হাতের তারায়।
আমিতো জেনেছি অনেক আগেই
কাপড়ের ভাঁজ খুলে দিলে
দেখা যাবে চৈত্র খরায় চৌচির মুখ।

বিরতিহীন অধিগ্রহণে তুমি বাঁচো।
তোমাতে থাকুক শরতের চাঁদ, জুই,
হাস্নাহেনা, বকুলের ঘ্রাণ।
আর আমি কাঁদাজল গায়ে মাখা
গেঁয়ো কোথাকার।
তুমি বলে দিলে সেঁটে দিতে পারি জীবন্ত পোষ্টার।



**আব্দুল্লাহ জামিল:** পেশায় একজন হৃদরোগ চিকিৎসক। ১৯৬১ সালের ২৬ জুলাই নরসিংদী জেলার এক গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহন করেন। ছাত্র জীবন থেকে লেখালেখি শুরু। পেশাগত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে গিয়ে লেখালেখি থেকে বহু বছর দূরে ছিলেন। গত এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে আবার লিখা শুরু করেছেন। উনার প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম "অরণ্যে যাবো গৌরী"।

## আব্দুল্লাহ জামিল এর কবিতা

### চলো অসম্ভবে যাই

নিরিবিলি জায়গা নেই কোথাও। পালাবে কোথায়?
তাই সব সম্ভবের দেশ ছেড়ে চলো অসম্ভবের
দেশে যাই গৌরী, চলো অসম্ভবে যাই।
চলো সমুদ্রের তলদেশে
মাছ হয়ে কোমল সবুজ শ্যাওলার
ভেতরে গড়ে তুলি ঘর
তোমার আমার সে বাসর
গৌরী, চলো অসম্ভবে যাই।

চলো সেই অরণ্যেতে যাই যেখানে বাস্তব অবাস্তব
মিশে হয় একাকার যেখানেতে নেই
ভালোবাসাখেকো হায়নার দল গৌরী,
চলো অসম্ভবে যাই।

## রুগ্ন ভাবনা

আজ কেবল অস্থিরতা
আম- গাছের ছায়ার নিচে শান্তির বাতাস নেই কেবল
মৃত্যুর গন্ধ আসে।
আঙ্গুলগুলো আড়ষ্ট, গুমোট হৃদয় কবিতা আসে না
রুগ্ন ভাবনা, অসুস্থ পঙক্তিমালা।

চারিদিকে এতো যে মিথ্যের সমাহার সত্যরা সবাই
কোণঠাসা মিথ্যেরা রোজ সত্যদেরকে ভেংচি কাটে।

## এসো উন্মুক্ত হই

প্রতিটি বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার
প্রতিটি ধূলিকণায়
নিঃশব্দে বয়ে যাওয়া প্রতিটি নদীর তলদেশে স্তব্ধ
করে লুকিয়ে রেখেছ সঞ্চিত আশা, ভালোবাসা।

প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি উত্তেজনায় কেটে যায় দিন
রুদ্ধশ্বাসে। আর নয় লুকোচুরি খেলা
এবার এসো উন্মুক্ত হই।

এসো অভিসার ভেঙে ফেলে প্রকাশ্য প্রেমে বিলীন
হই।



**মর্তুজা হাসান সৈকত:** দেশের বাড়ি বরগুনা, পড়াশুনার জন্য ঢাকায়। অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বিভাগের ছাত্র। তবে পড়াশুনাটা তেমন করা হয়ে ওঠেনা, কবিতা হয় একটু আধটু ।

## মর্তুজা হাসান সৈকত এর কবিতা

### তিনটে বছর কেবল অপেক্ষা জাগিয়ে রেখো প্রিয়তমা !

এত ভালোবেসেছো, কোথায় যাই তোমায় ছেড়ে টুকটুকে লাল ফুল? যতই চাই, দুই চোখের মনি ফেটে, তোমার ভালোবাসা উপচে পড়ে, উপচে পড়ে টলমল অশ্রুবিন্দু হয়ে। কিভাবে যাই আমি? জেনো, তুমিতো স্বপ্ন কিংবা কল্পনা নও, স্বপ্নাধিক সত্যি ভালোবাসা। হৃদয়ের খুব কাছে শাদা নীলমনি ফুল, ফুটেছো সমস্ত আবেগ মিশিয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলো কিভাবে বলি, দুটি পথ দুই দিকে বিস্তৃত এখানটায়, ফিরে আসাটাই এপথে সবচে সংশয় ! এসো, তারচে বিদায়ী চুম্বন এঁকে যাই টুকটুকে লাল ঠোঁটে তোমার ! শুধুতো এ জন্মটাই নয়, এমন অজস্র জন্মই উৎসর্গ করেছি তোমায় । তোমার চোখের পাতা ছুঁয়ে, ঠোঁটের উঠোন ছুঁয়ে কী সাধ্য আমার আমন্ত্রণপত্র হই বেদনার ! চোখে মেঘ জমিয়ে, মুখ মলিন করে কিভাবে জানাই, ভালোবাসার জন্য পৃথিবী এখন যথার্থই অবরুদ্ধ । পুনর্বার বলি, এরচে যথার্থ জেনে নাও, হে সৌন্দর্যের অভিধা, স্বপ্ন হৃদভুমির, নীলপদ্ম ভালোবাসার, অজস্র অজস্র জন্ম ধরে আমিই তুমি, আমিই হৃদয়ে তুমি । কবে থেকে সেই হেঁটে যাচ্ছি

একসাথে, যাচ্ছি তুষারময় পথে। বলো, বিদায়ী চুম্বন কিভাবে এঁকে যাই টুকটুকে লাল ঠোঁটে তোমার ? কী চাও এরচে ? হৃদয়ের ভবঘুরেটাকেইতো ? নিয়ে নাও। ওর মালিকানাও দিলাম। তোমাকেই দিলাম । হে সত্ত্ব বিশুদ্ধ শব্দশিল্পের, অভিধা সৌন্দর্যের জেনে নাও, বলি জেনে নাও, ভালোবাসার বাসনা ছুঁয়ে, তোমার চুল, ওষ্ঠ, ত্বক, গ্রীবার গুচ্ছ গুচ্ছ স্বপ্ন ছুঁয়ে এ হৃদয় তোমাতেই সঁপেছি । সঁপেছি জন্মাধিক ভালোবাসায় । চাইলে তুমি, যাব শেষ অব্দিও পৃথিবীর । এনে দেবো মৃণালের শীর্ষে পদ্ম কিংবা শতবর্ষী গোলাপ । গুচ্ছ গুচ্ছ রঙিন স্বপ্ন গুজে দেবো খোঁপায় । এভাবে ভালোবেসে, শতাব্দীর পর শতাব্দী স্বপ্নচূড়োয় জ্বলজ্বল করলে ভালোবাসা আমাদের, হৃদয়জুড়ে নড়বোনা একতিলও !

প্রিয়তমা, তুমি কেবল এই তিনটে বছর তুষার ঝড় ছাপিয়ে, ঝরাপাতাদের দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়ে জেগে থেকো, জেগে থেকো হৃদয়ে এই । দেখবে, অদূরের কোনো এক মার্চেই স্বপ্ন আর বাস্তবতার পার্থক্য ভুলে, নিঃশ্বাস ও বিশ্বাসময় স্পন্দন হয়ে ছড়িয়ে যাবে ভালোবাসা আমাদের । উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত । ছড়িয়ে যাবে সুখের দ্বীপপুঞ্জ হয়ে । সেদিন তুমি আমি প্রেমে, পুস্পে, সঙ্গমে, আশ্লেষে মধুময় ভালোবাসা হয়ে ছড়িয়ে যাবো । ছড়িয়ে যাবো উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত । সেদিন সমগ্র পৃথিবী টেনে নেবো আমাদের পৃথিবীতে । ভালোবাসার নীলপদ্ম হয়ে তুমি কেবল এই তিনটে বছর মননে মগজে অপেক্ষা জাগিয়ে রেখো, প্রিয়তমা জাগিয়ে রেখো ভালোবাসা আমাদের ।

## বৃষ্টি ব্যথা

বুকের ভেতরটায় মাঝে মাঝে কথা কয়
দু এক ফোঁটা টুপ টাপ বৃষ্টি ব্যথা
কয় জেনো, খুব বৃষ্টি হবে শহরেও একদিন-
আরো কয়,
এক আঁজলা নারী অথবা মদের খোলস পেরিয়ে
বেরিয়ে আসা জীবনে দ্যাখা হবে-
দ্যাখা হবে তোমার আমার
এই গ্রীষ্মে কিংবা বর্ষাতেই আসন্ন
সেদিন খানিক কষ্টও হবেনা জীবনের স্বপ্ন ছায়ানো দ্বীপে !
যদিও, প্রভাতে দ্যাখা দিয়ে দুপুরেই আড়ালে
নিজস্ব নিশ্চিত নিমগ্ন জীবনে-
বলি তবুও
এবারে চলেই এসো, চলে এসো
দ্যাখো, বাতাস গভীর হয়ে আসে সিগারেটের
ধুয়োতে কুয়াশা হয়ে ।
বলি চলে এসো স্বপ্ন ছায়ানো দ্বীপে-
বৃষ্টি ব্যথা মুছে এসো হই ভালবাসায় একাকার !

## অপরাজিতা অথবা দীর্ঘশ্বাস ট্র্যাজেডি

যে পোড়া বাড়িটা হয়েছে উজাড় অনেক কাল আগেই
তার পাশে
অশ্বত্থের বড় বেশী বুনো আন্দোলনরত
শাখার নিচে দাঁড়িয়ে
বাড়ি অভিমুখী কলেজ ফেরত অপরাজিতাটি
ভিজে জুবুথুবু হচ্ছিলো বৃষ্টির সাথে উত্তাল হাওয়ার সন্ধ্যায় ।
ভেজা সন্ধার ক্লান্তিতে
আশপাশের শরীরটা তখন ক্রমশই ঢাকছিলো আঁধারে-
আচমকা চলে গেলে ইলেক্ট্রিসিটি এরপর
অপরাজিতা দ্রুতপায়ে এসে কড়া নাড়ে
একটু দূরে জানলা খোলা চৌচালা টিনের ঘরের দরোজায় ।
অচেনা সুদর্শন দরোজা খুলে দিলে
কথার চেয়ে
দৃষ্টি বিনিময়েই বেশী
চাইলো সে বৃষ্টিটুকুন পার করার আশ্রয় ।
বাইরের চারপাশটায় তাকিয়ে একবার সুদর্শন সেই অতঃপর
নিয়ে বসালো তাঁকে
কামনার বাসনা পূর্ণ করার কক্ষে
ভিজে কাপড় আর বাতাসে শীতের পরশ ছোঁয়া সন্ধ্যায় ।
নির্জন নিরালোকে এর খানিকটা পর
ঝরো হাওয়ার আড়ালে বেদনাদীর্ণ অদ্ভুত আহাজারি
আর পাখা ঝাপটানোর প্রচেষ্টা নিরুপায়...
জানলার খুব কাছে খাটে কলংক স্রোত মেখে
নষ্ট হল অপরাজিতা নির্জন রুদ্ধ ঘরে-
আশপাশের শরীরটায় তখন রাত্রি গাঢ় হচ্ছে আর বাইরে
তুমুল বৃষ্টি ।
অনিশ্চিতাই ফুটে উঠে সবচেয়ে নিশ্চয়তায়
সামাজিক উঠোনে এরপর
অপরাজিতার মৃত্তিকা জানান দিলে
প্রাণের রহস্যময়তা অজান্তেই একসময় !

এরপর থেকে আজকাল বৃষ্টির সাথে আসেনি ঝোড়ো হাওয়া
কিংবা কলেজ শেষে বাড়ি ফেরার তাড়া-
তবে দলছুট হলদে পাখির মত মাইলের পর মাইল জুড়ে
অপরাজিতা পড়ে রয় স্বপ্নহীনতায়
আর জানলার পাশে বসে
ব্যথার শাঁসে
শার্সিটাকে অজান্তেই কাঁপিয়ে দেয় বারবার দীর্ঘশ্বাসে !



**অঞ্জন খান:** নিজেকে মানুষ নয় বৃক্ষ মনে করেন।

## অঞ্জন খান এর কবিতা

### আমি ও আমার আঙ্গুল

কি অদ্ভুত !
আমার আঙ্গুল তড়পাচ্ছে আরেকটি আঙ্গুলের জন্য ।
সে স্পর্শ চায় । ছুঁয়ে দিতে চায় ।
জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে চায় বিবাহিত রমণীর মত পুরুষের গলা পেচিয়ে
আমি তাকে বললাম : ধরো । ছুয়ে দাও । জড়িয়ে থাকো
দ্যাখো , আমার অন্য হাতে আরো কিছু আঙ্গুল তো আছে
নিঃস্পৃহ সাপের মত কুন্ডুলী পেঁচিয়ে শুয়ে থাকে ইচ্ছা
কোন আগ্রহ না দেখিয়েই
নিজেকে খুব অবান্তর মনে হয়, আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব দেয়ার জন্যে
বিশেষত: আমি কি পারি, আমার ডান হাতের আঙ্গুল- কে নির্দেশ দিতে
বা হাতের আঙ্গুল স্পর্শ করার ! সে অধিকার কি আমার আছে !
ভাববার বিষয় এবং আমি ভাবছি...

## প্রজাপতি বিষয়ক কয়েকটি স্টুপিড পংক্তি

খুব কাছে একটা প্রজাপতি উড়ছে
আমি কিছুটা দূরে গিয়ে দেখি
দূর থেকে আমি হয়ত তার পাখার রঙ চিহ্নিত করতে সক্ষম হব না
তবে, আমি তার উড়ে যাওয়ার পথটি দেখতে পাবো
প্রজাপতির কি কোনো নিজস্ব পথ আছে !
কিংবা সেই পথে ট্রাফিক সিগন্যাল
যা দেখে একটি প্রজাপতি ছেড়ে দেবে অন্যটির পথ
অথবা লাল বাতি দেখে থেমে যাবে
এই যেমন মানুষের পথগুলোতে থাকে
প্রজাপতিটা উড়ে যাচ্ছে দূরে
আমি তার পথ আত্মস্থ করছি
আমাকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে
আমি কি এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তোমাকে ভাববো
না- কি তোমাকে ভেবে ভেবে বৃষ্টিতে ভিজবো...

## ইচ্ছে ঠাকুর

আহা হরিণী ! তুমি শুধু শুধু নাচা নাচি করছো চোখের সামনে ! তিড়িং বিড়িং করে সুরসুরি দিচ্ছো বুকে বলছি তো এখোন আমার ইচ্ছা নেই ! যদি ইচ্ছে জাগে তবে জোয়ারে টই টুম্বুর জলা পেড়িয়ে আমি তোমাকে খুঁজে নেবো তোমাকে না পেলে তোমাকে কিংবা তোমাকে বিকল্প অভিসারে খুব একটা মন্দ লাগে না আমার ! আহা হরিণী ! অযথা হৈ হুল্লোর করো না ! তারচে বরং তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে বিচরণ করো সবুজ ঘাসে তারপর একটা মাদা হরিণ কে বেছে নাও সঙ্গমের জন্য তারপর মা হও এবং আরো বেশি বেশি বাচ্চা দাও বাচ্চাদের শেখাও কিভাবে আমার হাত থেকে বাঁচতে হয় হরিণী তুমি যাও ! না হয় তুমি আমার ছায়ায় একটু জিড়িয়ে নাও আমি বরং তোমার নরম বুকে একটু মুখ টুক ঘসি সুচারু গোফগুলোকে তাতিয়ে লই আরো একটু ভয় কি ! বলে দিচ্ছি, ইচ্ছে না হলে ছায়াকেও শিকার করি না আমি !



**চৌধুরী ফাহাদ:** নিভৃতচারী এক জীবন। ছোটবেলা থেকে বাবার কল্যাণে পড়াশুনার ঝোঁক, বড় বেলায় এসে লেখালিখির শুরু। দেশকে ভালবাসি প্রাণাধিক, সমস্ত অনুভূতি জেগে রয় দেশমাতৃকার তরে। রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহ ব্যাপক। গ্রামের মাটি, মানুষ, প্রকৃতির প্রতি এক অদ্ভুত টান। অনুভব করি হৃদয়ে।

## চৌধুরী ফাহাদ এক কবিতা

### বৃত্তান্ত

এক সংসার বৃন্তে এক নয়
সব ফুল
কেউ কেউ সংসারী
কেউ বৈরাগী
কেউ কেউ সংসার ত্যাগী
কেউ পায় নির্বাসিত কূল, হাতের রেখায়
না থাকে যদি বৃন্তে বাঁধা জীবন
অসমান আঙ্গুলের কি দোষ তাতে যদি রয় মুঠোহীন
বাঁধন!
আমি তো এসেছিলেম নাড়ীর টানে- প্রণয়ের সংসারে
যদি না রচে হৃদয়ে হৃদয় হৃদয়ের কি দোষ
যদি বাঁধে গান বৈরাগ্যের সুরে!

## মন্থন

আমার সমস্ত কথা যদি এক করি-  বর্ণমালায়,
আমার সমস্ত দিনরাত্রির ইতিবৃত্ত
তোমাকে ঘিরে যত মৌনমুখর ভাবনা যদি উগড়ে দেই
কোন শূন্যপাতার ক্যানভাসে,
কালির আঁচড়ে জেগে উঠা অগোছালো বর্ণরেখা-  গল্প
হবে!
আমার অব্যক্ত ভাষাগুলো যদি এক এক করে সাজাই
পাতায় জানি সুনিপুণ চিত্র হবে!
মনোদ্বীপে অঙ্কিত মনোঘর আমার কল্পকথার
গল্পে হয়ে আছে পূর্ণযৌবনা, আমার হাজার
নিঃশ্বাসের প্রতিটি স্পন্দন-  ছেড়ে যাওয়া বাতাসের
ঢেউয়ে তোমাকে খোঁজার, তোমাকে বুঝার যে অহর্নিশ
আহ্লাদ,
যদি কথা হয় ঠোঁটের ইশারায় গল্প হবে!
আমার সমস্ত চেতনা তোমার
তরে প্রতি মুহূর্তে বুনে যায় শব্দহীন গল্প।
যদি তুমি মন খুলে চোখ মেলে তাকাও একবার;
যদি স্মিত হয় অধর-
তোমার অভিব্যক্তির প্রতিটি আন্দোলন আমার
চোখে হাসে হয়ে কবিতা!

## ভগ্নাংশ

হাতের পাঁচটি আঙ্গুল সমান হয় না, সবটার
আলাদা বৈশিষ্ট্য। অনেক আঙ্গুলের ভিড়
থেকে একটি আঙ্গুল কেটে নিলে তবু কষ্ট অনেক
যেমন খাপছাড়া জীবনের ব্যথা বুঝা দায়!
তুমি আমার আঙ্গুল নয় হাতের তুমি আমার একমাত্র
হাত, আমার শক্তির আধার; কিন্তু তোমার হাতের
একটি আঙ্গুলও হতে পারলাম
না আমি কিংবা ছিঁড়ে যাওয়া আঙ্গুলের ভগ্নাংশ!
দীর্ঘপথের
রথে পাড়ি দিয়ে পাশে আমি হয়ে আছি তোমার হাতের
সুদর্শনা-  আঙ্গুলের নেইল পলিশ;
যখন ইচ্ছে হয় ন'খে রাঙ্গিয়ে নাও আমায়
বর্ণে বর্ণে, ইচ্ছেমত উপড়ে ফেলো রিমুভারে!



**সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী:** জন্ম পুরোনো ঢাকায়, সেখানেই বেড়ে উঠা। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পিতার আদিনিবাস। প্রায় বিশ বছর থেকে কবিতার সাথে যুক্ত থাকলেও নিয়মিত লেখালেখিতে আছেন দুই বছর। বিশ্বাস করেন মানবতার উপর, মানুষের উপর। ইবুক আকারে প্রকাশিত হয়েছে একটি কবিতার বই। তিনি বাংলার ইবই নামে অনলাইন পিডিএফ বই প্রকাশনাটির স্বত্বাধিকারী।

## সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী এর কবিতা

### মানুষের তৈজস

আমার শাশুড়ি মাতা
অলংকার নয়, কাচ আর প্লাস্টিকের তৈজস
ভালোবাসতেন খুব
সারাটি জীবন, দু হাত ভরে কিনেছেন এ সব
নিজ হাতে গুছিয়েও রেখেছেন, যত্ন করে;
এখনো সে সব, যত্নেই আছে
আমার শ্বশুর
যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছেন সব
শুধু, বেশ কিছু জরুরী পাট আর সংলাপ
বাকী রেখে

আমার শাশুড়ি মাতা অকস্মাৎ অসময়ে
চলে গেছেন সংসারের মঞ্চ থেকে;
বেদনামথিত শেষ পাট তার
সংলাপহীন ছিল,
অথচ উনি, দারুণ বৈঠকি ছিলেন ;

শিরিষ গাছের নীচে
মাটির ফরাসে সংসার তার চলছে কেমন
জানা নেই,
জানা নেই কোন তৈজস সেখানেও তাকে
মুগ্ধ করছে কিনা।
এখানে, এখনো তার সংসারে
তার তৈজস করছে ঝলমল, চলছে দিব্যি হেসে...
মানুষের চেয়ে
মানুষের তৈজস, দেখছি টেকে বেশী!

## এক বয়োবৃদ্ধ লোক

যদি
তুমি আমি আমরা সবাই
মানবতার রজ্জু ধরি
শক্ত করে লড়াই করি, দাড়াই
তবে, আলাদা করে নিজ নিজ ধর্মের পক্ষে
দাঁড়াবার প্রয়োজন, এমনিতেই ফুরোয়;
এমনই এক লম্বা ভাষণ শেষে,
‘তুমি কি বল’ ? প্রশ্ন টি, পাশে বসা আমার হিন্দু বন্ধু কে, ছুড়ে দিতেই
‘এক্কেবারে হক কথা’ ব’লে পেছন থেকে উঠল চেঁচিয়ে এক বয়োবৃদ্ধ লোক
রাতটি ছিল ৫ই ফেব্রুয়ারী, মধ্য- প্রায়, দুই হাজার তের
আমরা দু বন্ধু আশপাশ ভুলে মেতে ছিলাম তর্কে, ধর্ম নিয়ে বাসের ভেতর;
বাতাসে তখন অহিংস যুদ্ধের দৃঢ় আভাস
অথচ পথ ঘাট, অথচ মানুষগুলোর মুখ
কেন যেন অজানা আতংকে হয়ে ছিল ভার
করছিল নীচুস্বরে ভৌতিক ফিসফাস;
তাদের আতংকের যৌক্তিকতা
টের পেল বিশ্ব সভা, ক’টা দিন পর
শ’য়ের অধিক ঝরলো প্রাণ,
সভ্য একটি দেশে, নাকি বর্বর?
রাতটি ছিল ফাল্গুনের, চৌদ্দ’শ উনিশ
এক বয়োবৃদ্ধ লোক তখনো নিচু স্বরে ‘হক কথা’ ‘হক কথা’ ব’লে
বাসের ভেতর বিড়বিড় করছিল...

## হাতিয়ার

এখন আমাকে দিয়ে
শিল্পের খাতিরে শিল্প বোনার কাজ
হবে নাকো ভাই;
অমিত সাহসীদের হাতে, রেখে এই হাত
তাদের আগুনে চোখে রেখে এই চোখ
জ্বেলেছি আগুন এই বুকের ভেতর
পোড়াতে সাম্প্রদায়িকতার সকল বেরাক;
শিল্পের খাতিরে শিল্প বোনার কাজ
সে হাতেই থাক
দেশের ডাকও যারে অবিচল রাখে, রাখে নির্বাক;
আমি, শিল্প নয়
শিল্পের মোড়কে, কোমলে কঠিনে গড়ি
হাতিয়ার; বেঁচে থাকার টিকে থাকার ।



**তামিম মাহমুদ সিদ্দিক:** কবিতা লেখার পাশাপাশি কলেজে অধ্যাপনা করেন। কবিতায় বুনন করেন যাপিত জীবনের কথকতা।

## তামিম মাহমুদ সিদ্দিক এর কবিতা

### জন্মান্তর

তুমি কি ভুলেছ সবই, ঝরা ফুলে নিষিক্ত বাতাস?

একদিন বালিয়াড়ি মাঠ ছিল যারা তারাও আসক্ত প্রেমে।
তোমার খোঁপার ঘ্রাণ রাতভর মাতলামি শেষে
ভীষণ ক্লান্ত এখন-
দক্ষিণের বাতাসে তাই আজ- কাল সুগন্ধি আসে না।

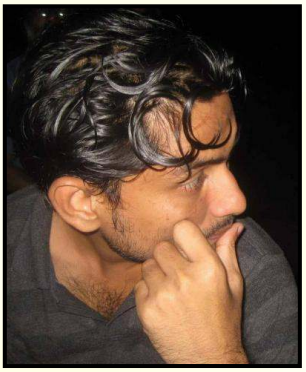
আজন্ম তৃষ্ণার ঋণে সুরাসক্ত হতে ভালো লাগে...
তানপুরার ভাঙ্গা ফ্রেমে পুরাতন ব্যাথার মতো
করুন অথচ মসৃণ সুর
মীর মীরে বেজে ওঠে।

যে শুন্যতা মৃত নদীটির মতো বয়ে গেছে পরশির
নিকানো উঠোনে
সে আমার জন্মান্তর।

## ঝড়

উজানে উত্তরা বায়ু-  আনচান করে
বালিকার তনু- মন উচাটন ঝড়ে।
কোমল মসৃণ দেহে এ ক্যামন লীলা?
নিমেষে ফুটেছে ফুল ভীষণ রঙ্গিলা!

মধুকর সুচতুর সোহাগ শিকারি
নবীনা যৌবন বালা কুসুমিত পরী।
সঙ্কোচে তৃষিত প্রাণে নিদারুণ জ্বালা
নিষ্কাম শরীরে কেন ঈশ্বরীয় খেলা?



**জয়ন্ত জিল্লু:** চেহারাহীন মানুষ আমি। ভালোবাসি লেখালেখি, রাত জেগে দিবা স্বপ্ন দেখা। প্রিয় অনুসঙ্গ মা, মাটি। বাবা আমার বিরহের পাঠিগণিত। দেশ যতটুকো মা তারচে' বেশি স্বপ্ন। রাজনীতি খুব অপছন্দের। চা পছন্দের, সে আমাকে রাতে জাগিয়ে রাখে।

## জয়ন্ত জিল্লু এর কবিতা

### এবরশন

সন্ধায় পাখি সঙ্গমের বার্তা আনে— বিকেল ঘুমোলে হলুদও ঘুমিয়ে যায়— রাত নিছক নয় কোনো আঁধারের গল্প— পাখি ঘুমালে জেগে উঠে আদিম প্রাণ— আদিম বিষয়- আশয়ে লিঙ্গহীন হয় মানুষ— লিঙ্গের কারবারে এমন লিঙ্গহীনের গল্প শুনেনি তাবৎ দুনিয়া— রাত পোহালে পাখি জাগে— লিঙ্গও জেগে উঠে দূর উচ্চতায়— দিন চলে লিঙ্গের ইশারায়— ফের সন্ধ্যা, ফের সঙ্গমের বার্তা টৌকা দে'— নারী জেগে উঠে, পুরুষ জেগে উঠে— পাখি ঘুমোয়— মানুষের লিঙ্গের কারবারে পাখিদের কী আসে যায়— রাত সঙ্গমের জীবাণু মাথায় ভারি হয়, কালো হয়, গভীর হয় তার চুল— আর কতো মানুষের সঙ্গমের সাক্ষী হবে রাত?— হয়তো কোনোদিন দেখা যাবে, রাতের ধর্ষণে গর্ভবতী দিন— মানুষ ছুটবে হাসপাতালে এবরশনের জন্য।

## প্রাগৈতিহাসিক

আমার সিঁথানে তামাটে জাতির ইতিহাস, পয়তানে নোনা ঘাম বিন্দু। আমার দাদা বাঙলায় কথা বলত। এভাবে বাবাও বাঙলায় কথা বলে। নানা সেও কথা বলে গেছেন এই বাঙলায়। মা আমাকে পয়তানের গল্প শুনিয়েছেন অনেকবার। আমি সযত্নে তাকে তুলে রেখেছি সিঁথানে। একটি ডায়রি বেদখলি পড়ে আছে তামাটে ঘর্মাক্ত জাতির মতো, আমার দাদার মতো, নানার মতো। নানাকে আমি প্রথম পড়ি চার আনা বইয়ে। দাদা বাঙালীর প্রাচীন পুরুষের একজন, তার নকে চিঁকা রোগ ছিলো। হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ ফোলা ছিল। আমি দাদার সময়টা খুঁজে পেয়েছি ক্ষেতে, চাষাভূষার কাব্যে। দাদা তামাটে জাতির এক কৃষক মাত্র। নানা বেঁচে থাকতে চেয়েও পারেননি। মা বলেছেন, নানার কিছু ঘামবিন্দু জমা রয়েছে আমাদের মাটির দেয়ালে। গত ঈদে দেখলাম, দেয়ালটা কালো হয়েছে ওই লবনের জন্য। আমি দাদা দেখিনি, নানা দেখিনি, তবে বাবাকে দেখেছি, মাকেও দেখা হয়েছে আমার। বাবা বিরহের পাটিগনিত, মা একটি বিন্দু মাত্র। যতো খুশি মাকে টেনে বড় করা যায়। ঘুমহীন রাতগুলোতে আমি মাঝে মাঝে সিঁথান-পয়তানের হিসেব ভুলে যায়, দাদা- নানা- বাবা- মা ভুলে যায়। দাদি- নানির গল্পটা আজ থাক। জরুরত এখন আমাকে ডাকছে, প্রকৃতির ডাক ভাসে এই মধ্য দুপুরের উষ্ণ হাওয়ায়। সন্ধ্যায় এই তামাটে জাতির ইতিহাস উড়ে যেতে দেখলে আমি অবাক হবো না মোটেও।

## সম্ভবত আমি তোমাকে একটি নদী হতে দেখতে চেয়েছিলাম

সবকিছু ফিরে আসে। আমি অহেতুক কিছুই চাই না। নদী কিংবা নারী। নদীকে ভালোবাসি, নারীকেও। তবে, আমার প্রেম নীলে, নীলের আকাশে। নদী, তুমি আমার নীল লুকিয়ে রেখেছো তোমার বুকে। অথচ, আমি নীল ধারণ করতে পারিনি, আজ চাইলে তোমাকে পারতাম। না, আমি নদী ও নারী কাউকে ধারণ করিনি। তবে, ঠিক আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে আমাকেও ধারণ করেছিলো এক নারী। নারী শেষমেষ নারী থাকে, আমার মাও তাই আছেন। কিন্তু নদী হতে পারেননি। মায়ের শাদা চুলে উড়ে বেড়ায় কষ্টের সারস। আমি কোনোদিন তোমাকে ছুঁতে পারিনি মা। কোনোদিন তোমার চোখে চোখ রাখতে পারিনি। কোনোদিন এতটুকু দুঃখ মুছে দিতে পারিনি। শুধু পালিয়ে বেড়িয়েছি একটি নাকফুলের জন্য। একটি বেহাত স্বপ্নের জন্য। মা, জানি শাদা শাড়ির আড়ালে তুমি লুকিয়ে রাখো আমার আকাশের সবটুকু নীল। তবু তুমি নদী হতে পারোনি। সম্ভবত আমি তোমাকে একটি নদী হতে দেখতে চেয়েছিলাম, খরস্রোতা একটি নদী।



**অনন্যা ব্যানার্জী:** কবিতার পাশাপাশি সংগীত চর্চাও করেন। কবিতার মাধ্যমে সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া দিকগুলোর প্রতিকার চান একাগ্রচিত্তে।

## অনন্যা ব্যানার্জী এর কবিতা

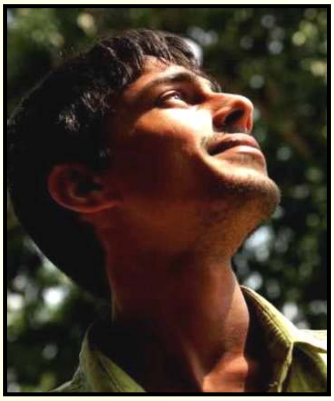
### ঈশ্বরী

রাত দুটো পনেরো
ধীরে ধীরে গতি শ্লথ হল সময়ের
নীরব হল আকাশ বাতাস
মৃত্যু হল ঈশ্বরীর ।
হ্যাঁ ঈশ্বরী, আমারই এক সহোদরা
একই ভ্রূণে সৃষ্টি হয়েছিলো আমাদের
একই জঠরে লালিত হয়েছিলাম আমরা
ক্রোমোজামের আবর্তে ।
ও পৃথিবীতে এসেছিলো এক বিশুদ্ধতার বাতাবরণে –
ঈশ্বরীর জীবনীশক্তি ছিলো তীব্র –
ওর হাতে ছিলো ছিন্ন ভিন্ন জরায়ুর অস্ত্র

আর শরীরে ছিলো দংশিত রক্তাক্ত আগুন।
হৃদয়ে ছিলো দৃপ্ত তেজ
আর মুখে ঈশ্বরের অভয়বাণী।
ওর জন্মক্ষণে রোহিণী নক্ষত্র ছিলো চরমতম উজ্জ্বল।
তাই শ্বাপদকূলের তীব্র দংশনে
ও উৎসর্গীকৃত হয়েছে মানবজাতির প্রতি।
এই সময়ের চরমতম অবমাননা
আমরা নাকি সভ্যতার উৎকর্ষে পৌঁছেছি –
অন্তরে পাশবিক কামনা।
ক্রমাগত সভ্যতার সাথে লড়ে
আমার বোন আজ অমৃতলোকে
সুধাময়ী হয়ে সুখে তে আছে –
কিন্তু ও সক্ষম আজ –
ও সক্ষম মানবতার ভিত নাড়াতে ।
আজন্ম লালিত অহংকারে বেড়ে ওঠা
শ্বাপদকুলের বংশবিস্তারে লেগেছে তার অভিশাপ –
বন্ধ হয়েছে মাতৃকূলের যোনিদ্বার –
বন্ধ্যা হয়েছে নারী আজ মানবতার শোকে ।
আজ সাধনা শুধুই মানবতার লক্ষ্যে ।
গভীর রাতের নির্জন সাধনায়
শুনতে পাই ঈশ্বরের অভয়বাণী –
সহস্র বছর পরে
পৃথিবী আবার ধন্য হবে
ঈশ্বরীর চরণস্পর্শে ।
এই পৃথিবীর বুকে সে বপন করবে
সত্যিকারের মানবতা ।
সেদিন শুধু মানবতা নয়
নির্ভীক মানবায়ন হবে আমাদের মূলমন্ত্র...।

## কাঙ্খিত মৃত্যু

ঈচ্ছা হয়েছিল মৃত্যু কে আপন করে নেবার,
তাই ঈশ্বরের কাছে চেয়েছিলাম আমি মৃত্যু,
সৃষ্টিকর্তাকে বলেছিলাম-
হে ঈশ্বর তুমি আমাকে মৃত্যু দাও,
একটি নিষিদ্ধ মৃত্যু,
কোনো সাধারণ স্থবিরতার মৃত্যু নয়
এক অভীপ্সালিপ্ত নিষিদ্ধ মৃত্যু।
যে মৃত্যুতে থাকবে ধূসর সালিখের বিষণ্নতা
আবার থাকবে-
সঙমের উথাল পাথাল করা শ্বাস- প্রশ্বাসের নিষিদ্ধতা ।
উন্মাদনার প্রতি বাঁকে বাঁকে থাকবে
শরীরের প্রতি লোমকূপের শিহরিত করা আলিঙ্গন ।
নারী- পুরুষের মিলনের তীব্রাতীত আকাঙ্খা,
গোপন বিলাসের অনাস্বাদিত চুম্বন ।
হে ঈশ্বর তুমি এমনই এক মৃত্যু দাও আমায়
এক নিষিদ্ধ মৃত্যু
যার নিষিদ্ধতা বহন করবে
আমার বিস্মৃত জীবনের ইতিহাস।



**রুমান শরীফ:** ব্যক্তিগত বিষাদ আজ তুলে দিয়েছি মেঘে, মেঘ বুঝি তোমাকে ও চেনে; আমি তো কেবল মেঘ কে- ই- বলি আর তোমার জন্যই লিখি।
মেইল: ruman_sharif@yahoo.com

## রুমান শরীফ এর কবিতা

### রূপকথা

মেয়েটি সোনারঙের মেয়ে শুনবে তুমি!
শোন একরাজ্য রূপকথা অন্ধকুমার এক
দূর ছাই
“শুনব তোমার কথা”
দুপুর আলোয় বালিকার গা ভরতি আলো
সোনারঙের মেয়ে রূপঝরা এক রুপকথা
“দূর ছাই সোনা হোক রূপা হোক
তুমি তোমার কথা বল
আকাশ হোক মেঘ হোক
তোমার কথা বল”
শোনোও না মেয়ে সোনারঙের লক্ষীমেয়ে
আমি তো আমি নই

তুমিই আমি! আমিই তুমি!
রেখাপাতবৃত্ত দুপুর রাতে
স্বপ্নপাহাড় চাঁদ শীর্ষবিন্দুতে সাঁঝে
জলচাঁদে প্রণয় মহাকাল চায়!
“সে সব কথায় ছাই!
চলো রোদমাখি গায়
সে সব কথায় ছাই!
আকাশজল মাখি গায়”
রোদের প্রকোপে জলাঞ্জলি
সোনারঙের মেয়ে যেদিন ঝরবে মেঘ
চোখ ভরতি মেঘ গা ভরতি মেঘ
কথা হবে মেঘেরদেশে স্বপ্নদেশের সিঁড়ির তলায়
কথা হবে গল্প হবে তোর অন্যখানে ঘরকান্নায়।

## সে কথা লেখা থাকে মেঘে

আকাশ ভর্তি আলোর বিদ্যুৎ। সাদা- কালো প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। সবকটা জানালা খোলা ছিল বলেই মেঘেরা জড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেকে সমর্পণ করে ছিলাম। জানালা দিয়ে মেঘেদের বৃষ্টি যাত্রা দেখতাম। কলম ছিল না বলেই মেঘ দিয়ে লিখতাম রোদের অসুখ । অনুভব করতাম কবিতা মেঘফুল ঝর্ণানদী। ওদের ছেড়ে আসা মাত্রই খাতায় আঁকতে বসতাম মেঘ। উড়ে যাওয়া মেঘ, সাদা- কালো মেঘ। হঠাৎ করেই মেঘগুলো রঙ্গীন হয়ে উঠত নবজন্মের কোন প্রজাপতির মত। রঙেরঙে ভরে উঠত মেঘ অথবা আমার পৃথিবী। আঁকতে আঁকতে রক্তপেন্সিল শেষ হলে চাঁদকন্যার আলোয় ঘুম যেতাম মায়ের কোলে। মা কেবল আমায় নিয়েই ভাবতেন আর আকাশ থেকে মেঘবৃষ্টি আলো ছুড়তেন!

মেঘ আসে মেঘ যায় আমি কেবল বড় হই। সাদা- কালো রঙীন মেঘ। সব মেঘের নিমন্ত্রনে আসবে দেখবে পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে সমুদ্রচোখে।

## মনে আজ মন খারাপ

কী এমন হল! কী এমন হবে আজ! কার বিরুদ্ধে অভিযোগ কে বজ্র দেয় উপহার বুকের পাশে বসিয়ে রূপকথা। জ্বালিয়ে আলোকিক বাতি জ্বলে ওঠে শহরের ঘোড়া নিয়ে ছুটে যাওয়া রূপান্তরে... মানুষেরা ভাল নেই, চাঁদের ভীষণ মন খারাপ ভালবাসার যুগলেরা নিশ্চুপ। ছুটে যাই একাকীত্বের বিমান নিয়ে। আজও মন খারাপ হয়। কি বিশ্রী অসুখ! কে সে যাকে কথা দিয়ে রাখেনি চতুর। কোন সে বারুদ বাতি এখনো জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়! ওঁৎ পেতে থাকা একাকীত্বের বিমান টহল দিয়ে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন বেঁচে থাকা যায়? সমস্ত দিনটা বাঁচানো যায় আগুনের পাশে শুয়ে থাকা বাতাস এবার ঝাঁপ দাও আত্মহননে আমি যাবো সমুদ্রে...।

যে মেয়ের কথা রাখা হলনা একাকীত্বের তীব্র যন্ত্রনায় সে বেচে দিতে চায় জীবন নাকি এখনও সে মেঘ ধরে বুকের ভিতর এমন অনেক মেঘ জমা আছে এবার উড়বো সবাইকে না জানিয়েই ।

ব্যক্তিগত রোডের পথিক চলে গেলে সবই চলে যায় প্রথম প্রথম নিজের ভেতরই হত। সমস্ত মেঘেরা সব আলাপ করত । শোনাত রূপকথা গান গাইত। দেশ ভ্রমণে কতশত মানুষের গল্প শোনাত। গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গেলেই সাগর পাড়ি দিত। সাগরের মধ্যে জ্বলে উঠত লাল, নীল, সবুজ বাতি। মেঘেরা বাতির গল্প বলতে জানত না ওদের নাকি আলোতে ভীষণ কষ্ট হয়। ও ভাবে আমার ও বুঝি আলোতে কষ্ট হয় বলেই ওর অবয়বে রাখে। সেই কবে থেকে মেঘের প্রেমে পড়ে জেনেছি কতকিছু এখনও জেনে চলেছি ঘুম যাই মেঘের গল্পে অথচ গল্প গুলো সব মানুষের।

হঠাৎ হঠাৎ সাইরেন বাজত মেঘে মেঘে ভরতি হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে বেড়ে যেতে থাকলো মানুষের গল্প। গল্পগুলো মুছতে ক্রমাগত মুছে যাই নিজেকে। নীলব্লেডের লাল আলোকে জানিয়ে দেবো মানুষের একা হয়ে যাবার কথা বারতা।



**সৈয়দ আবু মকসুদ:** খুব সাদামাঠা একজন সাধারন মানুষ। ভালোবাসি মানুষ আর কবিতা। পেট চালাতে গিয়ে চাকুরী করি, ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত ও এক রাজকন্যার গর্বিত জনক।

## সৈয়দ আবু মকসুদ এর কবিতা

### জোনাক তলের আত্মহননোৎসব

সেই যে উকিঁ দিয়ে কোথায় হারালে
তারপর থেকে বন্ধ করিনি কখনোই
হৃদয় কুটিরের সদর দরজা;
আকাশের কান্না হয়ে বৃষ্টিরা কতবার
ভিজিয়ে গেলো কল্পনার নকশিকাঁথা,
ধুমায়িত অভিমান নিয়ে কুয়াশারা
কতশতবার যে দিল চাঁদের গ্রহণ
ফেরারী জানালার উদর পাঁজরে;
আপাত জোছনার জোনাক তলে
তোমাকে বরণের তৃষ্ণায় জেগে উঠে

জুবুথুবু জগতের চাপা দীর্ঘশ্বাস
লুকিয়ে করছো খেলা, দেখে ফাগুন
ফুলেদের নিয়ে আমাকে দিয়ে খুলে
আত্মহননোৎসবের পত্রসম্ভার;
পরাগায়নে পরাভুত হৃদয়ের গুটিয়ে থাকা
শান্ত দরিয়ায় ধেয়ে উঠে আচমকা
চাতকাখিঁর ঢেউহীন জলোচ্ছ্বাস
যা কোনদিন কেউ দেখেনা
কেউ রাখেনা খোঁজ
তোমার তরেই পুঁড়ছে এই মন
সকাল- দুপুর- রোজ।।

## আবাদ, তৃষ্ণাচারী রাতে

আগুন ও জল তুলে উষ্ণতা মাথায়।
লাজের সিটকিনি ধরে দাঁড়ানো তোমার-
বেড়ে যাওয়া বুকের পরিধি জুড়ে
আমি হাউসে অনেক, আউশের আবাদ করি।
সূটৌল সাহারা আর ভরাট সমুদ্রে
আত্মস্বীকৃত সুন্দর তোমার,
আমার চোখ দুটো ছানাভরা।
অবাধ্য দেবতার দ্বার খোলা গুজবে,
পুরোহিত মুখ দিতেই যেন
ভীড়ে আসে সব সাগরের লবনাক্ততা
টিমটিমে আলো চুষে রুপবতী ঘ্রাণ
ধুপ করে জ্বলে খাঁজকাটা হেলোজিন।
ভূমিধ্বস- ভূমিকম্পে নেকড়ে বাঘ
কামাঙ্গপুরাণের ফেনা দিয়ে ভরে
সমুদ্রশুশকের তৃষ্ণাচারী রাত।
কালভুজঙ্গের বিষ চুষে নিয়ে
চেটেপুটে খাও বিষের বাঁশি
ফেনিল বাতাসে হামাগুড়ি দাও,
সুখেলা শরীরের উদোম হাওয়ায়, বহুকাল পথ;
কামাক্রান্তে হত, বিষহীন নাগ তবু
মাথা ঠুকেই রাখে...
পদ্মনাভির মুখে, আউশের আবাদি বন্দরে।

## মন্দির ভাঙেনা কোনদিন

মন্দিরতো ভাঙতে পারোনি আমার।
মন্দির ভাঙেনা কোনদিন,
সেতো প্রাণের মদিরায় অযুত অবিনশ্বর।
প্রণাম ঘঁষা ঘরে দানব হয়ে দাঁড়িয়ে
ভেঙ্গেছো বয়েসী বুকের পাঁজর।
যন্ত্রস্থ নগরীর দূরত্বায়নে বিরহ ব্যাকুল
অস্ত যেতে দেখি প্রমিত আলোর
ঘুমুতে পারিনা স্মৃতিদের বিষন্ন আঁধার এলে।
উপাসনার বিপর্যস্থ ভূখন্ডে তবু
নিত্যপূজোর ভোরে শ্রদ্ধায় বরাবর;
প্রতিমায় অঞ্জলি রাখি তোমাদের নামে
তোমরা যেন আসো আবার মানুষ হয়েই।



**সাকিয়া রিপা:** মূলত কবিতা লেখেন। কবিতার মতো জীবন যাপনে বিশ্বাস করেন। ফেসবুক ও বিভিন্ন লিটলম্যাগে কবিতা প্রকাশিত।

## সাকিয়া রিপা এর কবিতা

### নক্ষত্র বনে সূর্যশিশু

সন্ধ্যার স্থবিরতায় রাত্রি নেমেছিল শহরে
গা ছিলা ‘নেড়ি’টার দাপুটে এলানো হেঁটে চলাই বলে দিল -
এ শহর এখন প্রাণহীন ।
তবুও
ছেড়ে যায়নি ছায়ানারী,
বহু বছরের আদিমতায়, ক্রুরতায়
মানুষের ভাস্বরতা
নষ্ট আঁধারে ডুবেছিল ।

তারপর ...
সত্যের মর্মমূল অনির্ণীত রেখেই
সবুজ দেশের সবুজ মানুষেরা
ক্ষয়ে যায় ।
সপ্নাবতী হৃদয় শরীর ছেড়ে

বাইরে এসে টের পায়
ধ্বংসস্তূপে কেবলই ছায়াদের বাস ।

সম্বিতহীন চোখের জল
বিরামহীন আচ্ছন্ন করে
সমর্পিত পৃথিবী ।

পাবে না জেনেও
অন্ধরাতে স্বপ্ন নামে... একদিন
জোছনা হতে নেমে আসবে স্নেহসুধা
হেসে উঠবে
নক্ষত্র বনে সূর্যশিশু ।

## এখন কেবলই পৃথিবীর বয়স বাড়ে

এখন কেবল ধূসর আকাশ
নীল সরে গিয়ে
মেঘে মেঘে বেজে যায়
বেসুরো খত্তাল,
সপ্রতিভ নক্ষত্রও
আলোহীন হয় কাকজোছনায়
ক্রমায়াত আঁধারও কাঁদে বুঝি
উপমিত সূর্য ভোরে- - -

এখন কেবল বিষণ্ন সমুদ্র
উলুঝুল ঢেউয়ের মাথায়
খেলে না আর-
স্বচ্ছতার ঝিনুক নুড়ি ,
রোদ্র আলোকিত রঙিন সাগরে-
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার নামে
ভাঙ্গা সাদা ফেনায় ।

এখন কেবল
হেমন্তের রোদ ছুঁয়ে যায় অলস দুপুর,
মৃত ভাবনায় উঠে আসে
আসন্ন শীতের শিশিরের ঘ্রাণ,
তুমি, আমি
আমাদের যাপিত জীবনে
বিগত শ্রাবণে বোনা বীজে
স্বপ্নহীন চারা জাগে -
অলিখিত ইতিহাস হবে বলে।

এখন কেবলই
পৃথিবীর বয়স বাড়ে প্রতিনিয়ত।



**রূপময় ভট্টাচার্য:** একাগ্রভাবে একজন কবিতা প্রেমিক। কবিতার জমিতে অল্প বয়সের কৃষক হলেও, চাষের প্রকারভেদ ভালোই জানা আছে। ফেসবুকে একটি বিখ্যাত কবিতা'র গ্রুপ পরিচালনা করেন।

## রূপময় ভট্টাচার্য এর কবিতা

### নববর্ষ

যত্নের শাঁখ বাজিয়ে পল্লি রমণী তাকে বরণ করে নেবে -
অন্য সন্ধ্যের থেকেও আরও একটু নরম ভাবে ;
হারিয়ে যাওয়া বারোমাস্যা এখনও শোনাবে
প্রাচীন বুড়িমা -
সংস্কৃতি প্রাণ খুঁজে নেবে পয়লা তারিখে -
এটাই তো কাম্য ছিল ...
কিন্তু, ভয় হয়, সরকার -
গ্রামের বুকে যে শ্মশান বানালে
সেখানে শত শত তরুণের স্বপ্নের লাশ
মাড়িয়ে নববর্ষ আসবে তো ?

## ফাল্গুনের দিব্যি

ঐ তো আমার পাগল গুণী, ফাগুন মাসে
এমন দিনেই পাতা ঝরার হিড়িক লাগে
মড়ক লাগে অনুভূতির পাতায় পাতায়
এমন সময় কান্না পাঠাও ধর্মঘটে !
কবির না হয় পাগল মাথা, মাতাল স্বভাব
তুমিও নাকি ফরসা গাআলে ছন্দ ফোটাও ?
ব্রিগেড ফেরত হিসেব কষে ধর্মতলায়
তুমিও বুঝি ভালবাসার ওজন মাপো ?
হাওয়ায় যখন বাবার কান্না, রক্ত ছোটে
একটা তরুণ মরলে বল, কি যায় আসে ?
কাহার ছোঁয়া তোমার আকাশ ম্লান করে দেয় ?
কার হৃদিতে আমার কলম শব্দ বোনে ?
উদার বলেই জলের বুকে সূর্য ফোটে
তোমার আমার বৃথাই এখন শব্দে বাঁচা
রাত ভুলে যাই,দিন ভুলে যাই,তীব্র ক্ষত
আঁখির দরজা খুললে পরে অভিমানেই
কালির ছিটে লাগুক এবার মহোল্লাসে
এমন দিনেই পাতা ঝরার হিড়িক লাগুক-
ইতস্তত কষ্ট ভুলে মন রাখলাম
তোমায় নিয়ে হাজার আকাশ লিখতে হবে
লিখতে হবে, লিখতে হবে, লিখতে হবে
বাংলা ভাষার দিব্যি অনেক লিখতে হবে !!!



**রহমান মাসফিক:** প্রকাশিত কোন বই এখন পর্যন্ত বাজারে আসেনি, ইবুক-নিলাম করে দিলাম। আমার লেখালেখির ক্ষেত্র মূলত মানুষ এবং অনুভূতি। কঠিন দূর্বোদ্ধ পন্ডিতি ভাষায় লেখালেখির তুলনায় সহজ অনুভূতি গুলো শব্দে ও ছন্দে সাজানোর ব্যাপারটায় আমি বেশী গুরুত্ব দেই। কবিতা সম্পর্কে আমার ভাবনা হল ঐ কবিতা আবার কিসের কবিতা যা পড়লে বুকের মধ্যে ঝপ করেই রক্ত ছলকে ওঠে না । আনন্দ, দুঃখ, ভালবাসা, কাম, খুনসুটি, অভিমান, দেশপ্রেম, অহংকার, জেদ, প্রতিশোধ কিংবা নেহায়েত ফুল ফল প্রকৃতি.. কবিতার বিষয় বস্তু যাই হোক না কেনো, কবিতা যদি পাঠকের মনে জুতসই দাঁত বসাতে না পারে তবে ঐ কবিতার আমি নিকুচি করি। ঐ দিক দিয়ে আমি কতোটা সফল তার বিচার পাঠকের কাছেই থাকুক। জয় হোক পাঠকের, জয় হোক কবিতার।

## রহমান মাসফিক এর কবিতা

### হারিয়ে গিয়েছো..

তুমি আমার কেমন অসুখ ?
তুমি না থাকলে ঘুম আসেনা ভীষণ রাতে,
সকাল ব্যালার ব্যস্ত শালিক ঘর ছেড়ে যায়
ছোট্ট চড়াই উড়ুত ফুড়ুত .. ।
তুমি না থাকলে সূর্য যখন মাঝ আকাশে,

আমার তখন কবিতা নেই তো
ভীষণ ফাঁসে
দম ছেড়ে যায় শব্দ নীরব ।
তুমি না থাকলে প্রিয়তা তোমার
ভেজা ভেজা চুল,
চিকন আঙুল খুব খাড়া নাক
শীতল কোমড়,
আপেলের ঘ্রাণ মুখ বাতাসে।
আমার তখন দুঃখ হাসে
দিন কেটে যায় দীর্ঘশ্বাসে ..
বকের মতোন ঝিম ধরা চোখ,
চুপ কথা নেই অসহ্য দিন ।
আমার যখন মৌন সময় অপেক্ষাহীন
তোমার আশায় ..
বুক বাতাসের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ।
প্রিয়তা, কোথায় ?
কোথায় বলো তো ?
হারিয়ে গিয়েছো ..

**নীল কষ্ট..**

মাথার ভেতরে সাড়ে ছয়শ ছিচল্লিশটা অসুখ
ঘোরাফেরা করে।
এন্টিসাইকোটিকে ট্রিট করলে কিছুক্ষণ চুপচাপ
ঘাপটি মেরে থাকে ..
বলাই বাহুল্য!
ঐ সময়টুকুতে পাঁচনে সমস্যা হয় ,
শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূম রোমকুপ কুয়া ..
অতর্কিতেই জীর্ন ও বিদীর্ন হয় ঘামে
এবং ঘুমে।
তন্দ্রা ভুলতে না ভুলতেই ,
ওরা আরো পঁচাশিটা উপসর্গ জুড়ে নিয়ে হামলে পড়ে
রক্তে, তন্ত্রে, হৃদযন্ত্রে ।
মাথার ভেতরে সাড়ে ছয়শ ছেচল্লিশটা অসুখ
ঘোরাফেরা করে ..
এন্টিডিপ্রেসেন্টে ট্রীট করলে কিছুক্ষন চুপচাপ
ঘাপটি মেরে থাকে ।
বলাই বাহুল্য !
ঐ সময়টুকুতেই প্রবল যন্ত্রণা অনুভূত হয় ..



**সাইফুল ইসলাম খান:** জন্ম ১৯৯১, সেপ্টেম্বর, ১ তারিখ, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার খলাপাড়া। প্রথম কবিতা ক্লাস এইটে লিখা থেকে অবধি আজও চলছে। বর্তমানে স্নাতক শেষ করে চাকুরিরত। একাধারে কবি, আবৃত্তিকার, সাহিত্যিক এবং শিক্ষক হিসেবে পরিচিত।

## সাইফুল ইসলাম খান এর কবিতা

### রহস্যময়ী

বিচিত্র বিতরণ এ তোমার মন
ক্ষণিকে ভেসে যায়, যায় উড়ে অসাড় পাথার
আকাশে দেখিলে পাওয়া হয় তোমারে
বিচিত্র রূপে কতনা সাজন ।
তুমি দেবী, ফুলেল মাধুরী এক জটিল ধাঁধা
শাস্ত্রে তোমার কতক সূত্র কতক মন আঁটা,
ভালবাসার কালিমা পড়িয়ে যাও শুনিয়ে কালোয়াত
জীবনাবধি বিন্দু হয়ে বৃত্তের প্রজ্ঞাত ।
কিছু বৃষ্টি থাকে, না যায় ভিজিয়ে না বাঁচিয়ে
তুমি ঐ বৃষ্টির মতন
না রাখো মনে না যাও ভুলে ।

এ মন বেশ্ম করি অবধি লালন
বিনিবর্তিত হবে তোমার একদা বিবর্তন,
ক্যানভাসে আঁকা স্বপ্নের তত্ত্বে
সত্যি মেলুক ডানা এই দৌরাত্ম্য শহরে ।

## বোকা মানুষটা

আমার অপরাজিতা, আমার আর্তনাদ
দল বেধে যায় ডিঙিয়ে
হাওয়া কে ভেঙে মুচড়ে দিয়ে ।
কথিত আত্মা সকল শুনিতে যে পারে
সত্যের স্পর্শের শব্দ,
কহিতে যে পারে আজ হরদম
মিথ্যে সব মিলিয়ে যা এখনই ।
আমার পরাজিতা, আমার আত্মত্যাগ
হেঁটে যায় নিরবধি মিছে কানাকানিতে,
ত্যাগ গুলো তিতিক্ষা হয়
পরাজয়ের বেদনা হয়ে হাত বাড়ায়
ধূম্রে মুছে হাহাকারে সব কষ্ট নেশারা
নেশা লাগাতে চায় মগজের লোহিত শিরায় ।
আমার পরাজয়, আমার আন্তরিক
দেবদাস হয়েও কুমারীর প্রাতে
অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কষ্ট ভিক্ষা নেয়,
জীবিকা হারায় বিড়ম্বিত হয়
কুঁড়ায় ঝরে পড়া ঘামে কর্মবিজ্ঞান ।

## আলাপচারিতা

সেখানে অলস আঁধার খেলা করে জীবনের
অব্যক্ত সত্যের শহুরে
ঘুম ভাঙা স্বপ্নের নির্ধূম অন্ধকার,
বিবিক্ত কষ্ট মার্জনা, বিবর্ত রীতিনীতি
আছে হাতে হাত রেখে বাঁচার অঙ্গিকার ।
কিছু মিথ্যে আছে সত্যের খুব কাছাকাছি
কিছু সুখ থাকে কষ্টের অতি পরিচিত জন,
সেখানে সেই জীবনে আছে মিশে
নীল বাতাসের আহত কান্না
আছে ঘৃণিত স্মৃতির নানা রকম অগোচর ।
কেউ জানে না তো সেই মনের অস্থিরতা
জানে না কেউ সে মণ্ডপ থেকে মাস্তুলের পরিমাপ,
অথচ সেখানের অশ্রুর অবতল সামান্য
বিচ্ছিন্ন এক বিবাগী তত্ত্ব ।
সেখানে অস্পষ্ট কথন বোবা প্রতিধ্বনি
কেউই বোঝেনি কোনদিন,
সে হৃদ্যের অ- বিজিত ভালবাসা
ধূসর এক স্নেহাতিত গানের শেষ অন্তরা ।
আমি দেখেছি সে অধঃপাত অন্বয় দৃশ লোক
দেখেছি সে বুকে এপিটাফের এক গাঢ় চিহ্ন ।



**ইমেল নাঈম:** কবিতা লেখেন নিয়মিত। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন লিটন ম্যাগ ও ফেসবুকে কবিতা প্রকাশিত হয়।

## ইমেল নাঈম এর কবিতা

### রিকল মোমেন্ট

আজ অনেক দিন পর তোমার সাথে দেখা, কেমন আছো? আমার দেয়া বিড়াল ছানাটা কেমন আছে, অনেক বড় হয়ে গেছে বুঝি? জানো এখনো প্রতি রাতে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে যায়, আজগুবি চিন্তারা ঘিরে ধরে চারপাশ । আমি কি এমন ছিলাম আর এমন ভাবেই কী কেটে যাবে বাকী সময় ?

মনে কি পড়ে, একদিন তুমি হাসতে হাসতে বলেছিলে পৃথিবীতে অনির্ণীত এক মহাসমুদ্রে ঝড় উঠেছে। আরো বলেছিলে চল সাতার কাটি । বোকার মত তোমার চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, আমি সাঁতার জানি না । তখন তুমি অট্টহাসি হেসে হাতটি ধরে নিয়ে গেলে সমুদ্রের মাঝ খানে, ঠিক মাঝখানে পৌঁছা মাত্রই হাতটি ছেড়ে দিলে, আমি আপ্রাণ ভাবে হাত পা ছুড়তে ছুড়তে তলিয়ে গেলাম... তলিয়ে গেলাম বললে বড্ড ভুল হবে....না থাক সে কথা আজ এখানে নাইবা বলি।

তুমি বলতে প্রতিটি প্রেমিকের জীবনে একটা নদী থাকে। কারো নদীর নাম কর্ণফুলি, আবার কারো ব্রহ্মপুত্র, আবার কারো কারো জীবনে থাকে পদ্মা, মেঘনা কিম্বা যমুনা। আমার কোন নদী নেই, তবে কি আমি নদী চিনতে ভুল করেছিলাম ?

শেষ পর্যন্ত বেঁচে আছি কিন্তু জীবন আর মৃত্যুর প্রার্থক্য বুঝি না। এ কেমন জীবন যেখানে বসন্ত আসে না , এ কোন সমুদ্র যেখানে তলিয়ে যায় স্বপ্ন। মৃত জীবনের অনুভূতিগুলো স্পর্শকাতর বলেই ভুলতে পারিনি মরে যাওয়ার আগ মুহূর্তটুকু।

## নির্বাসন

মায়াজালে ছড়িয়ে থাকে তোমার মুখ
জামার ভেতরে খা খা করে
এক মরুভূমি শূন্যতা ,
কত কথা বলার ছিল তোমাকে
বলি বলি করেও বলতে পারি নি ।

প্রতিদিন সকালে দুটি শালিক নিয়মমাফিক
আমার উঠোনে এসে ঝগড়া করে
অতঃপর চলে যায় দুর দৃষ্টিসীমার ওপারে ।
প্রতি সন্ধ্যায় তাদের আমি নীড়ে দেখি ,
দেখে পুলকিত হই ভালবাসার খুনসুটিতে
মাতিয়ে রেখেছে তারা চারপাশ ।
পৃথিবীর সব ভালবাসাই এই সূত্র মেনে চলে,
শুধু তুমি আমি শিখতে পারিনি আজও ।

ভালবাসার জোরে বার্লিনের দেয়াল
ভেঙ্গে গেল সেই কবে, মুঠোফোনে
যুগল বন্ধীদের প্রেমালাপ চলছে প্রতি নিশিতে,
তারা সবাই ভালবাসার জয়গানে মত্ত ।
এখানে তুমি আমি পুরোই ব্যতিক্রম ,
মুখ বইতে তোমার প্রচ্ছদ
দেখতে দেখতে ক্লান্ত , অনধিকার চর্চা হলেও
ফেরাতে পারি না নিজেকে কিছুতেই ।

ভালবেসে বিশ্বজয়ের গল্প শুনি লোকমুখে
ভালবেসে নির্বাসনে কে কখন গেছে ?



**ঝুমা দাস:** কবিতা লিখতে ও পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন। সব কিছুকে সহজ সরল ও কবিতার মতো করে দেখতে ভালোবাসেন। পেশায় গৃহিনী। ফেসবুকও কবিতা লেখেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত।

## ঝুমা দাস এর কবিতা

### হতাশা

স্বপ্ন ধ্বংস করে হতাশা
বিষন্নতা নষ্ট করে মন
শ্বাস ভারি হয়ে ওঠে।
নিশ্বাসে বিভেদের সুর।

চৈত্রের এক গুমোট সন্ধ্যা
রঙিন পানীয় বর্নিল উচ্ছাস
পার্থিব মোহটুকুও ঢাকা পড়ে
অচৈতন্য আবেশে।

মন খোঁজে পরিচয়
একফোঁটা চোখের জলের
লবনাক্ত স্বাদেও আজ
মুখে তিক্ততা আনে।

## পরকীয়া

নীল সরোবর আজ আর নজর কাড়ে না
তাই দূর ছুঁয়ে ছুঁয়ে তোকেই তো
নিজের করে আঁকড়ে ধরতে চাই।

ভালবাসার নক্ষত্রগুলো মন কে
পুড়িয়ে পুড়িয়ে সুখ দেয়।
নিশ্চুপ ভাবে বয়ে যায়
কত অপেক্ষার প্রহর ।

মিথ্যার আড়ালে রেখে
তোর নামের মালা জপি
স্বপ্নে অলীক জাল বুনে
নতুন ঘর খোঁজে মন।

জেদ করে হারিয়ে ফেলি
কত উজ্বল সোনালী দিন
মনের শিহরণ পূব আকাশে
রক্তিম লালিমা ছড়ায়।
অভিশপ্ত জীবনে ডুবে যাই।
ফেরার আশা নাই।



**সাঈদা ফেরদৌসী মিমি:** সাঈদা ফেরদৌসী মিমি। জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। ছাত্রজীবনে লেখালেখির সূচনা। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে, ইত্তেফাক সাময়িকীতে। কাব্যগ্রন্থ: সব নিয়ে গ্যাছে এক সময়ের লুটেরা বাতাস প্রকাশিত হয় ২০০৮ এর বইমেলায়। আটবছর পর আবার লেখালেখিতে ফিরেছেন।

## সাঈদা ফেরদৌসী মিমি এর কবিতা

### মগ্ন জীবনের ছবিগুলি

মগ্ন জীবনের ছবিগুলি
ক্যানভাসে তুলে দিয়ে
সীতাকুন্ড পাহাড়ে যাই,
আদিনাথে কোন
টেরাকোটা নকশার নাগদেব
নেই, তবুও ওর মৌণতা
ভালো লাগে । শাকাহারী
বাতাসে সৈন্ধব লবনের ঘ্রাণ!
আদমের উত্তরীয় উড়ে

যায়, বর্ণিল পেষণের
হামানদিস্তা ভেঙ্গে, ফুঁসে ওঠে
লৌহ অজগর? সেই সন্ধ্যায়,
ভাটিয়ারি তীরে জোয়ার
এলে, বৃদ্ধ নাবিক তেড়ে
আসে অক্ষম ক্রোধে!
ঘন ঘন জ্বলে সস্তা সিগারেট।

## আমাদেরও ক্রোধ জাগে

আমাদেরও ক্রোধ জাগে,
শীতল ক্ষুধায়
অবিনশ্বর আত্মায় রক্তগাঙ।
বলে বলে
ফেনিয়ে ওঠে মুখ, জিহ্বায়
ফাঙ্গাস পড়ে যায়!
তোমাদের কানে সিলমোহর!
কোন গোত্রের তোমরা?
আর ইচ্ছে করে না;
অভিমান হয়,
ভালো আছি
বিত্তবিলাস ভেঙে, দূর ও দূরে।

## আমি ও বৈশাখ

শুয়ে আছি পাতারা ঝরছে
আকাশ আজ সেজেছে বিপুলা
রামধনু পথ, উল্কারথ
গহনে প্রেমের ডম্বরু।
ভিজে যাই মেঘমন্ত্রনায়
পূবাল গাঁয়ের নথ ডাকে
প্রসারিত বাহুমূলে সিক্ত সম্ভার।
শুয়ে আছি ডাকছে মেঘেরা
এসো পড়ি পাতার মৌনতা
রক্তজবার রঙে সাজি
মিশে যাই অধরা পার্বণে।
চলো মেঘ মাতাল হয়েছি
কর্পূর বেলার ভৈরবী
ক্লেশ ছেড়ে একদিন বাঁচবো দুজনে।



**আজম মাহমুদ :** আমি কবিতাকেই সব বলে দিবো, আমার যতো প্রাপ্তি, যতো অপ্রাপ্তি আর চোখের মধ্যে তৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে থাকার ইতিহাস...। ফলে কবিতা ছাড়া কিছু নেই আমার।

## আজম মাহমুদ এর কবিতা

### তানপুরার তারগুলো ডেকে ওঠে তোমার নামে

ভোর হলে তানপুরার তারগুলো ডেকে ওঠে তোমার নামে
অনবরত বেজে চলে জীবিত নিউরনে, স্বত্ত্বায়
মিশ্রবিভাবরী কিংবা বেহাগ সব সূরে সমান
কেঁদে যায় আঙ্গুলের আঁচড়ে হৃদয়সেতার।

স্মৃতি যখন সরব হয়- তুমিই ছিলে সূরমন্ডলের পেলব
সুখস্রোত জীবনে আমার, এর চেয়ে বড় সত্য নিয়ে
কোন রাগিনী বাঁধেননি আমার পরমগুরু।

বাঁশিতে যে রাগ সেঁধেছিলাম গতজন্মের শেষরাতে
মুখভর্তি রক্ত উঠেছিলো- তুমি
আসোনি আমার মৃত্যুর শেষকৃত্যে।

তবু,
নতুনজন্মে; পুনরায়-
ভোর হলে তানপুরার তারগুলো তোমার নামে ডেকে যায়।

## বালিঘড়ি

(কয় দমে হয় দিন রজনী ঘুরানা ফিরানা,
কয় দমে বাজে ঘড়ি করোরে ঠিকানা-  লালন সাঁই)

কুয়াশা ভেঙ্গে গেলে শূণ্যস্থান দখল করে
কিছু স্বচ্ছ বাতাস-  কুয়াশার বিপরীতে যেন আশা
সহস্র বছরের ইতিহাস একপাতায় কুয়াশা- অন্যটায় আশা।

এখনও আরব সাগরের নিচে বালিঘড়িতে সময়
মেপে যায় সৌদী বাদশা'র গোলাম,
এতো শতাব্দির পর তবু কাটলো না-  জলের তৃষ্ণা,
অন্ধকারের ভয় কিংবা মৃত্যু বঞ্চিতদের কষ্টপ্রদোষ।

মঙ্গল গেলে শনি আসে
শনি গেলে ফিরে মঙ্গল
যেন 'বালিঘড়ি', একই বালিতে মাপা হয় পৃথিবীর বয়স।



**জিনাত জাহান খান:** কবিতা চর্চা করেন। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। স্বপ্নের হাত ধরে হেঁটে যেতে চান, কবিতার রূপময় ভূবনে...

## জিনাত জাহান খান এর কবিতা

### আমার কবিতা

**০১.**

লুপ্ত বীজ ফিরে আসে বিভ্রম ভেদ করে। আশ্চর্য সফলতায় রাশি রাশি শষ্যের উতসাহে দীর্ন করে, বরফের কবর ফেটে, সবুজের উল্লাসে ওঠে জ্বলে। বসন্তের ঝাঁঝালো ক্ষমতায় ফিরে আসে নবজন্মের প্রতীক্ষায়.... অতীতের মনস্তাপ বা ভবিষ্যতের ভয় পৃথিবীতে মুছে দিয়ে, সব অভ্যস্ত নির্ভরতা ভাঙ্গে একে একে। বলে- - এসো প্রস্তুত হও। পেছনে স্মৃতির প্রপাত, আয়ুর সিঁড়িতে বসে অস্থির প্রলাপ, সামনে পথের কড়া। চিন্তা বিছাই টেবিলে, লেপের আঁধারে। শেষরাতে বুক চাপা, মুখ ঢাকা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে দেখি- - নেই, কিছু নেই চিন্তার ভার ছাড়া।

তবুও আজ শিরার দড়িতে বাঁধে জীবনের প্রয়োজন।

## ০২.

ক্ষমার মতো লাল হয়ে আছে গোধূলিবেলা, কল্প আসে কল্পনায় , চোখের পাতার সাথে নড়ে ওঠে কল্পদ্রুম। সব আলো লুকায় গাছের আড়ালে, বিহঙ্গের উড়তে উড়তে বেহাগ হয়ে ওঠা শুধু কবিতার অক্ষরের জন্য নয়, তবু একটা ছায়া এঁকে যাই। কেউ দেখবে না জানি, তবু কেন যেন মনে হয় কেউ এসে ছুয়ে দেবে একদিন, উর্মির ঢং- খুলে ফেলবে এক- একটা বৃষ্টিপাতা। অপেক্ষায় থাকি আমি আর ছায়া।

চাই এভাবেই অপেক্ষাগুলো জমে থাক।

**০৩.**

মিথ্যে নয়, সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যায় স্থির লক্ষ্য। কষ্টকীট ঢেঁকুর তোলা ভরপেটে আয়ু খেয়ে খেয়ে পারেনি করতে আত্মক্ষয়ী। আকাশও পারেনি রাখতে চেপে এক বুক চাপা মেঘ, অসহায় মাটি নুড়ি পাথরের আস্তরনে ঢাকা পীচঢালা পথে বৃষ্টি হয়ে আছড়ে পড়ে হঠাত্! চোখ নদী যে ভেঙে দেয় বাঁধ ভাঙা জল, মসৃন কপোলে গড়িয়ে গড়িয়ে ছুঁয়ে যায় তাতানো মাটির চোখ।

বৃষ্টির জল যদি মাটিতে না গড়ায় আবার!